—কবিতা পঞ্জি—

—ঃ উৎসর্গ ঃ—

তরুণ কবিদের উদ্দেশ্যে

ভু মি কা

যারা আধুনিক কবিতায় যুক্তি বুদ্ধি খাটাতে চাও
তাদের বলি যুক্তি বুদ্ধির জন্য'ত আছে প্রবন্ধ,
বাস্তবকে পরিস্ফুট করার জন্যই'ত উপন্যাস গল্প ;
মানুষ কি শুধুই মৃত্তিকা-যুক্তি-বন্ধা ?
কলকারখানা কৃষি ক্ষেত্র এসব'ত গদ্য বাস্তবতা যুক্তি নির্ভর
দীঘা পুরী দার্জিলিং, তাজমহল, কোণারক খাজুরাহো পদ্য—সৌন্দর্যকল্পনা উর্বর
গেম্‌স অলিম্পিক বিশ্বকাপ, ক্রীড়াবিদদের এতো সমাদর
এতো সম্মান এতো হৈ চৈ অমরত্ব দান কেন ?
আসলে গদ্যের বাঁধন ছিঁড়ে একে একে পদ্য হতে চাও জেনো।
ভাবো'ত একটিবার—যদি আকাশটা অনন্ত নিঃসীম না হতো
তোমাদের মাথায় মাথায় এসে ঠেকতো, তাহলে কী হতো।
যদি গ্রীষ্মের দাবদাহে শীতল মেদুর সমীর বয়ে না যেত তাহলে ?
যদি স্নেহ মায়া মমতাময় না হতো এই সংসার তাহলে ?
যুক্তি গদ্য মাটি নিয়ে বাঁচতে পারতে ?
যারা যুক্তি বুদ্ধির কারবার করতে চাও লেখ প্রবন্ধ
যেমন আমি লিখেছি 'গড়ের মাঠ আয়না' 'অন্য গ্রহের মানুষ' এর দুটো খণ্ড
এবং আরও কিছু উপন্যাস গল্প।
দেখতে পার এই গ্রন্থের শেষ কবিতা 'আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গ।'

★

আমি কবি বাঁধনহারা

কবিতা লিখিতে কতো ছন্দ
মিলাতে মিলাতে বাঁধে দ্বন্দ্ব,
স্বাধীন চিন্তায় পড়ে ছেদ,
মনপাখী মুক্ত—উড়িতে নাহি পারে
নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে,
ছন্দ শাস্ত্রে বাঁধিতে বাঁধিতে
ভাবনা উড়ে চলে।

নন্দন তাত্ত্বিকের হাতে মনগড়া ভাবনা যত
গ্রন্থিত ছন্দাকারে হবে কাঁটাছাঁটা,
নইলে ছন্দ শাস্ত্র মতে মারিবে ঝাঁটা।

মানিতে পারিনা নিয়ম অতো
খাঁচার পাখীর মতো,
উড়িতে চাই বনের পাখীর মতো দুর্বার,
খেলিতে আপন মনে সখ আপনার।

লিখি শুধু পেতে আনন্দ
শ্রান্ত মনের ক্লান্তি করিতে অপনোদন,
যা লিখি করিতে মনন
লিখি তা মুক্ত স্বাধীন ভাবরাশির
অনুকূল ছন্দে
প্রাণখোলা আনন্দে।

ধরা বাঁধা নিয়ম যতো
মেনে লেখনীরে কবিতে সংযত,

চাইনে হতে সুবোধ শান্ত।
ছুটব বাঁধাহীন দুরন্ত
লীলা চঞ্চল মুক্ত প্রান্তরে
ঐ যে শিশুদল ছোটাছুটি খেলে
ঠিক তাদেরই মতো
দুর্বার অসংযত।

শুধু পেতে চাই আনন্দ
হতে চাইনে বন্ধ
নিয়ম কানুন হাতে,
নষ্ট হবে তাতে
প্রাণখোলা মুক্ত আনন্দ।

কঠিন শৃঙ্খলে, সংকীর্ণ গণ্ডির মাঝে
শত বাঁধা, শাসনের ভয়ে
হারায় মন স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা
হারায় মৌলিকতা।
মুক্ত আনন্দে করিতে চাই খেলা
একচ্ছত্র আধিপত্যে আপনারি মন গড়া

আমি উদ্ধত আদিম

আমি উদ্ধত, আমি দুর্বিনীত,
হইনা কারও কাছে নত।
আমি অশান্ত, আমি অশিষ্ট,
মানিনে যা কিছু দৃষ্ট
লোক কথা গ্রন্থ পঠিত।

আমি অসহিষ্ণু, আমি অভব্য
যা কিছু বলে লোকে সভ্য
ন্যায় অন্যায় সভ্য ভব্য
মানিতে চাহিনা।

যা মানি তা করি হজম
নিংড়ে নেয়া রস
রক্ত সনে মেশাই সরস
করিতে নিতান্ত আপনা অনুকূল

নির্বিচারে মানিনা বিধাতারেও
বিচারিয়া সঞ্চারিয়া
যাই নিতে বলে বিবেক
তাই নিই আলিঙ্গিয়া।

ভদ্রতায় মানিনা কারে
করিনা খাতির
যদি দেখি উপযুক্ত তারে
কথাগুলো ঠিক ঠিক মন মতো
তাহলেই মানি যতো
মতামত উপদেশ পরামর্শ।
ভরে ভয়ে মানিনা ঈশ্বরে
ভক্তিতে হই অবনত
করি অনুভব অন্তর করিয়া ক্ষত।

তাঁরে ডরি না, সে মোর সই
তাঁর সনে করি পরামর্শ,
নিই উপদেশ, সহজ পথের নিশানা
মানিনা শত ধর্ম, নীতি বাক্য নানা।

সহজ সরল মেটাতে পারে না পিপাসা,
শান্তি পাইনে নিয়ে যা পাই সহসা।
রূপ দেখে ঢুলে না আঁখি
চাকচিক্য রঙের বাহার দিতে পারে না ফাঁকি,
ঢুকিতে চাই ভেতরে তারি
আসল খুঁজিবারে নকল ছাড়ি।

আমি সত্যের উপাসক
বৃহতের সাধক,
সত্যেরে খুঁজিতে চাই
বারে বারে তাই হুল ফুটাই,
চাই অশান্ত দুর্বিনীত,
উদ্ধত অশিষ্ট।

আমি অভিমানী

আমি সত্যিকারের অভিমানী
তাই'ত নিজেরে অসাধারণ মানি।
তাই, যদিও আক্রান্ত বিপদে আপদে
উৎপীড়িত আঘাতে আঘাতে,
অভাবনীয় দুঃখরাশিতলে আকণ্ঠ মগন,
পরকীয় সহায়তার শতো প্রয়োজন
তবুও প্রত্যাশী নই কারও প্রীতির সহানুভূতির।

নির্ভীক হৃদয়ে অকুণ্ঠ চিত্তে
দণ্ডায়মান আমি আত্মশক্তিতে,
হাত পাতিনে কারও কাছে।
মম কঠোর দৃপ্তভাব দর্শনে
বিগলিত নহে কেউ প্রণয়রসে ;
আমিও মাগিনে কিছু ইঙ্গিতে আভাসে।
তাদের কাছে দাম্ভিক আমি
বিরাগ ভাজন,
কিন্তু, জানে না তারা
আমিও তাদের একান্ত স্বজন।

যশোলিপ্সা নেই মোর
আছে শুধু অভিমান,
কাটাই না'ত বিনিদ্র রজনী
দিইনে পরমতে শীর্ষস্থান।

যে যাই বলুক,
একান্ত আপনও অনাত্মিয় করুক,
করিনে'ত ভয়,
আপন ভাবনাতে আপনি রই
সুস্থ সুস্থির গভীর
চিত্রার্পিতের মত নিস্পন্দ নিশ্চল ;
যতো স্তুতি নিন্দা পৃথিবীর
মোর কাছে কর্কশ কাক কোলাহল।

আমি সত্যিকারের অভিমানী
তাই'ত মহাধনী,
নীচ ক্ষুদ্রজনোচিত যা কিছু
সব কিছুরে বিষবৎ মানি।

অভিমান তোড়ন-প্রহরী
দূরে রাখে প্রলোভনে,
আপদে বিপদে তৃপ্ত করে আলিঙ্গনে;
কণ্টকাকীর্ণ বিঘ্নসংকুল সংসারে
অভিমান মোর শিরস্ত্রাণ,
ভেলা সম রাখে মোরে ভাসমান।

যদিও করি সহস্রগ্রন্থিভরা জীর্ণাস্ত্র পরিধান,
তবুও যমদুতসম ছলনারে দূরে রাখে
মোর অভিমান।
আমি অভিমানী, গতি মোর গগণমনি
পরশ্রীকাতরতায় করি ঘৃণা
অন্যের সৌভাগ্যে হই আটকানা।
যদি মনে জাগে কভু
কারও প্রতি হিংসা আর ঘৃণা
লজ্জায় মরিয়া যাই আমি হীনমনা।

অন্যদীয় সম্পদে নাহি মোর লোভ,
অগোচরে নাহি দেই ফাঁকি,
প্রতিশোধস্পৃহা নাহি রাখি।
আঁধারেও পারিনে করিতে আঘাত,
শতবার আসিলেও আসুক প্রমাদ
তবুও পারিনে অযোগ্যস্থলে
প্রতিহিংসায় মেতে
দাঁড়াতে প্রতিদ্বন্দ্বীর দলে।

মনে পড়ে মহাবাহু ভীষ্মে।
শিখণ্ডি নিক্ষিপ্ত শরনিকরে
সর্বাঙ্গে ধারণ করে

যিনি পারেননি করিতে প্রতিঘাত,
আমিও সেই অভিমানী
পিতামহে করি প্রণিপাত।

হোক কপটকুশল কার্য্যসাধক যারা
তাদের অধিক সম্মান,
ছদ্ম ব্যবহার আর ছলনাতে লভুক
সহজ আয়াস আরাম।

আমি অভিমান-প্রজ্জ্বলিত,
তাই সদা ব্যস্ত
সাধন পদ্ধতি রাখিতে নিষ্কলঙ্ক,
নিজেকেও রাখিতে নির্মল পবিত্র।

অভাবে অভাবে ক্ষয় হোক দেহ খানি
জলিতে জলিতে ক্ষয়িষ্ণু প্রাণখানি;
আমি চাই অক্ষয় মান,
নীচতা ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে থেকে
নিজেরে নিজে করিতে সম্মান।

আমি অহঙ্কারী

আমি বড্ড অহংকারী
রাজা আমি নিজরই।
কোন গুণ মোর নেই
ধন মান শিক্ষা জৌলুস ;
ভাঙ্গা গাল কৃশ তনু
আর যে দেহ ভরা কলুষ।
কণ্ঠে নেই ভাষা, স্বরে নেই মধু,
হৃদে নেই ভালবাসা জিনিতে সবার মমতা।
আমি অতি বিদ্ঘুঁটে শুঁশুক
অসামাজিক অমিশুক।
তবুও যে কেন নিজেতেই বড়ো থাকি
অহংকারে আত্মপ্রশংসায় রাখি ?

আমি পবিত্র
তাই মোর গর্ব,
নেই মোর দীনতা, নেই মোর হীনতা,
বরিণি অসুন্দর অমঙ্গলের পরাধীনতা ;
শয়তানের নাগপাশ ছিঁড়ে
মুক্ত স্বাধীন আমি
রেখেছি তারে ক্রীতদাস করে।

চিন্তায় বাক্যে ভাবনায়
ভোজনে ভজনে শয্যায়
আমি মঙ্গল পূজারী,
সর্ববিধ অন্যায় অসুন্দরের গলা টিপে মারি।

আমি দিগ্‌বিজয়ী সৈনিক।
আন্তর শত্রু যতো সবে পরাভূত করি
শির দাঁড়া উচুঁ রাখি
মস্তক গগণভেদী
চলি আমি নিষ্কলঙ্ক
করিনা কিছু আতঙ্ক।

করিনা পরমতের পরোয়া
যদিও পরিনে গেরোয়া।

ওরা চাপে পড়ে অভাবে অভিযোগে
ভাঙ্গুক, গুড়িয়ে যাক্,
সাধারণ ওরা একই খাতে বহমান থাক্,

শতো দুঃখে দৈন্যে ঝড় ঝঞ্ঝায়
আমি স্থবির অচল,
বিবেক মোর সতত সচল।
আমি ইস্পাতের মতো বাঁকি,
কিন্তু ভাঙ্গিনা,
আমি সব হারাতে পারি
কিন্তু, নিজেরে হারাতে পারিনা।

তাইতো মোর এতো গর্ব
করিতে পারিনে নিজেরে খর্ব।
নিজের কাছে নিজে বড়ো বলে
কোন দিকে কোন ফাঁকি নেই বলে
নিজেরে ভাবি অসাধারণ ;
করি আত্মপ্রসাদ অনুভব
আমি ভগবদ্‌পরায়ণ।

বিধাতার কাছেও মস্তক
মোর সমুন্নত, গর্বোৎফুল্ল।
ক্ষুদে মানুষ, তার ধনমানে
অভিমানে গণি তৃণবৎ ক্ষুদ্র।

অহংকারি, আমি গর্বিত,
পরিপূর্ণ আমি তৃপ্ত
নিয়ে অন্তর ঐশ্বর্য।

আমি শয়তান সন্ত্রাস

প্রচণ্ড শব্দে পৃথ্বি-বিদারী ডিনামাইট কিংবা
বোমা ফাটতে দেখেছ ?
কিংবা বারুদস্তূপের বিস্ফোরণ ?
দেখেছ কি চারিপাশের প্রজ্জ্বলিত ধ্বংস লীলা ?
পায়ের পাতাটা কি ধ্বংস কম্পনে উঠেছে কেঁপে ?
দেহবল্লরী কি অসহায় স্বর্ণলতিকা সম
চেয়েছে করিতে আভূমি চুম্বন ?
হিরোসিমায় নাগাসাকিতে অণুর প্রলয় কাণ্ড
প্রত্যক্ষ করেছ ?
যদি করে থাক বুঝবে-প্রচণ্ড
শক্তিতে প্রলয়দেবতা-প্রতিযোগী সৃষ্টি দেবতার
হাতিয়ার—বোমা ডিনামাইট কিংবা
হাইড্রোজেনের বিশ্বব্যাপী তাণ্ডব হয়ে
হতে চাহি শয়তান সন্ত্রাস।

আমি রকেট বিজলী উল্কা

আমি চাই সারা জীবন দুর্বার গতিতে
উল্কার মতো ছুটিতে।
আমি পীয়ুষ স্নাতা পুণ্য বাহিনী,
দানে দানে ভরাতে চাহি মেদিনী।
আমি চাই জলদের মতো ছুটিতে
অসীম নীলিমা জুড়ে
যা পাই তাই জোগাড় করে
ধরা ভাণ্ডার ভরাতে।
আমি চাই বিজলীর মতো ঝলকিতে,
স্তব্ধতা আর জড়তার মাঝ দিয়ে
চাহি রকেটের গতিতে ছুটিতে।
আমি হিমবাহ নই, আমি চঞ্চলা ঝরণা,
দুরন্ত প্রাণপ্রবাহে
চাহি পাষাণের বুকে লুটিতে
নিস্পন্দতার বুকে স্পন্দন তুলিতে,
আমি চাহি জীবনভর ছুটিতে।

সভ্য নই, আমি যাযাবর,
ঘর-ছাড়া আমি স্বস্তি পাইনে স্থিতিতে,
পারিনে ঘর বাঁধিতে।
কতো শতো মানব জমিতে
শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই অন্তরে
পাইনে ঠাঁই কোন অন্তরে।
ভগবন! মুক্তি দাও,
নাহি হয় যাতে এই বন্ধন সহিতে
আমি যে চাহি তীরের মতো ছুটিতে।
কিন্তু, কী ভাবে ছুটি,
তুমি দিয়েছ পায়ে যে বেড়ি
পারিনে ছুটিতে তাই টুটি।

আঘাতে আঘাতে অন্তর মম ক্ষতবিক্ষত,
তুমি যে আমায় করেছ
ক্ষুধা আর মায়া মোহ পদানত।

পরিবেশ যেটা দিয়েছ
তাও বন্ধুর স্থবির অচল
পিচ্-ঢালা পথের মতো নয়'ক সচল।
ওটা যে বন্ধুর গিরিপথ
দুর্বার গতিরে মোর করে মন্থর।

কী আশ্চর্য! বাধা পাই যত
অন্তর মোর ফুলে ফেঁপে ওঠে
চঞ্চলা সলিলের মত,
কিংবা দুর্বার হয়ে ওঠে
কিশোর নদীমালা মত।
তাই, যতবার নিজেরে শান্ত স্থিত
রাখিতে চাই
অন্তর্ভেদী কি এক শক্তি করে
মোরে চঞ্চল, অশান্ত সর্বদাই।

হয়তো জীবন তরীর কাণ্ডারী তুমিই মোর
মুক্তি দাও বদ্ধ জীবনের পঙ্কিলতা থেকে—
গতি যেন মোর স্তব্ধ না হয়,
বাধা বিঘ্নে যেন না করি ভয়;
অশান্ত ঘূর্ণিপাকে সারাজীবন ধরে
কামনা বাসনার যে অনর্গল চিতা
মানবের হৃদে জ্বলে, করে তারে
পাশবিকতার দাস—
মুক্তি দাও হে দয়াল বিভাস
সেই আদিম বন্ধন থেকে।

আমাকে দাও প্রজ্ঞা জ্ঞান,
আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মানে;
আমায় করো হে দান

নদীর গতি, আর উপচিকীর্ষা তারি
প্রাণচাঞ্চল্য আর উদার হৃদয়টা,
যাতে অনন্তের সীমারেখা
পেরোতে পারি বন্যাস্রোতের মত অদম্য
প্রবাহে ;

পূর্ণতার শেষে—
নিজেরে যেন মেলাতে পারি
অনন্ত অসীম তোমারই মাঝে।

আমি নাস্তিক

আমি মানিনে জপ তপ
যাগ যজ্ঞ, মানিনে বেদ-উপনিষদ্
কোরাণ গীতা ত্রিপিটক।

আমি ওদের করি শ্রদ্ধা,
কিন্তু, মানিনে সব যা বলে ওরা,
ওরা শুধু পথিকৃৎ,
দেয় সাহস, প্রেরণা উদ্দীপনা।
তবুও কেউ নয় তারা হৃদয়স্বামী,
জীবন তরীর কাণ্ডারী শুধু আমি।

ঐ যে বুদ্ধ খ্রীষ্ট,
মুহম্মদ আর যতো মানবত্রাতা
ওঁরা পরম শ্রদ্ধেয় পথ-নির্দেশদাতা ;
তবে, ওঁরা কেউ নয় কাণ্ডারী
একা মোর শুধু এই জীবন তরী।

আমার জীবন দর্শন
কী বলে দেবেন ওঁরা,
তাঁদের জীবন নিংড়ে নিয়েছেন তাঁরা,
পেয়েছেন যা কিছু আত্মদীপ জ্বেলে
তাতে তাঁদের স্বকীয়তা, আমার তাতে কিবা

ওঁদের নিয়ে শুধু গর্ব
বারে বারে নিজেরে খর্ব
হয়না পছন্দ।
তাই, আত্মার দীপ জ্বেলে চলব নিজ পথে,
মাঝে মাঝে শুধু কিছু নেব চেয়ে
বিশ্বপিতার কাছ থেকে,
মাগিব অন্তর্যামীর কাছে কৃপা
জ্বালাতে পারি যেন আত্মশিখা।

আমিই আমার অন্তর্যামী
সেই 'এক' শুধু মোর স্বামী,
কারেও মানিনা আমি
বারে বারে তাঁরে নমি।

হয়ত আজ আমি ক্ষীণ
আছে বহুবিধ অপূর্ণতা,
মহাপুরুষ, মহাতেজস্বী যাঁরা
তাঁদের চেয়ে হেয়;
তবুও তাঁদের বরিব না গুরু,
রাখিব না সমুন্নত শির পদতলে,
নবযাত্রা করিব শুরু
সাধনালব্ধ আত্মার আলোকে।

যুগে যুগে চলা অনিবার
চলিবে আমার,
ক্ষুদ্র অঙ্কুরে তাপ জলসিঞ্চিত
করি অতি যত্ন ভরে
রাখি নতি বিধাতার পদে
করিব মহামহীরুহে পরিণত।

আমি ভোগী

আমি ভোগী, ভোগ করিতে চাই
পৃথ্বী মায়ের স্তন্যে আঁকড়ি ধরিতে চাই।
আমি বাসনাদগ্ধ, পেতে চাই হরেক অভিপ্রেত,
আমি অতি সাধারণ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ
শয়তান জিনিতে রত।

আমি ভোগী, ভোগে হতে চাই পরিমিত
ইন্দ্রিয়বিলাসী চাই করিতে লালসারে সীমিত।
আমি নিতান্তই পার্থিব,
এই পৃথ্বীর নভে বায়ে সবুজে জীবে
প্রাণে বরিতে রত।
আমি এই সংসার গোলক ধাধাঁয়
ঘুরে মরি সতত,
মুক্তি তরে নেইক মোর আগ্রহ।

আমি ভাবি মুক্তিরে মৃত্যু সদৃশ
রঙে রসে ভরা এই পার্থিব জীবন
মোর কাছে স্বর্গ শ্রেষ্ঠ।
আমি ভিক্ষে মাগি বিধাতার কাছে
জন্মিতে বারে বারে এই মৃন্ময় বুকে
অসংখ্য দুঃখ দারিদ্র্যে মাগি ভিক্ষে,
অমঙ্গল অসুন্দর সবে ধুয়ে মুছে
ধরাতে যাব স্বর্গ রচে।
আমি চাহিনা মুক্তি।
চাহি দুর্বার প্রাণশক্তি।
নির্বান মুক্তির হাহাকার মরাস্রোতে
শেওলা যাতে আশ্রয় না পায় আমাতে।

আমি নীরব প্রেমিক

কেন এই কৃচ্ছ্রসাধন
কেন এই মনেরে আমি
পরিয়েছি গৈরিক বসন ?

কেন আমি একা নিঃসঙ্গ
ডুবিতে পারিনে রসে
ফুটাতে পারিনে রঙ্গ ?

কেন বন্ধুদের সাথে মিশে
বাহুতে বাহু তুলে
মনের দরজা খুলে
বইতে পারিনে খল খল রবে
নির্ঝরিণীর মতো ?

কেন উৎসবে আয়োজনে
প্রাণোচ্ছল পূজা পার্বনে
হারাতে পারিনে নিজেরে
ধূলি মেখে সর্ব অঙ্গে
আত্মভোলা ভূতনাথ সেজে ?

তরুণ তরুণীর ছল্ ছলে আর কল্‌কলে
কেন মেলাতে পারিনে সুর,
অতি স্বাভাবিক সে তিয়াস
মেটাতে মন-বাঁশরী কেন বেসুর ?

সংসার কাননে ফুটফুটে হাসে
শতো কিশোরী যুবতী ;
কেন পারিনে গায়ে-পড়া হতে
উষ্ণ ছোঁয়াচ লোভে
একটু কটাক্ষ প্রত্যাশে,
ওদের মাঝারে নিজেরে হারাতে ;

কিংবা উচ্ছল বাক্যালাপে দুর্বার হতে
যেন বারিরাশি বাঁধভাঙ্গা জলোচ্ছ্বাসে ?

অথচ, উঠতি বয়েসি ওরা
কতো যে কাঙ্গাল
পরস্পরের তরে—
একটু স্পর্শন শ্রবণ মন্থন তরে
সতত বিদ্ধ কামশরে ;
প্রেমিক প্রেমিকার খেলা খেলে বারে বারে।

ক্রীড়ামোদী আর রসিক ওরা
আমায় দেখে কেন বাক্‌হীন,
আমি বুঝি মরুভূমি,
ওদের যতো রস বালিতে বিলীন।

কেন সান্নিধ্যে মোর ওরা নিরানন্দ,
কাছে টেনে মোরে দেয় না আনন্দ,
কেন ওদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকি,
নিজেরেই বা অসাধারণ ভাবি ?

আমি কি ওদেরে,
নরনারী নির্বিশেষে জাতি ধর্ম ভুলে
নিষ্ঠা ভরে নীরবে আড়ালে
পেরেছি বরিতে স্বীয় ক্ষুদ্র হৃদে ?

পারি যদি তবে
প্রয়োজন নেই প্রশ্নোত্তরের,
সাধক আমি হৃষ্ট
কুসুমিত পল্লবিত দশা
দেখে ঐ সাধনদণ্ডের।

ওরা বলুক বোকারাম, দার্শনিক,
অকেজো শুধু কাব্যিক,

দূরে রাখুক অবজ্ঞা ভরে
নাহি টানুক কাছে মোরে,
ক্ষতি কি ?

ভালবাসাই নেশা যার
প্রতিদান সে চায় কি ?
মনে প্রাণে ভগবদ্-পূজারীরা
রাখে না'ত কোন লাভ লোভ আশা
অহেতুক তাদের ভালবাসা।

তবে মানব-পূজারী আমি
লাভ লোভের মতামতের কেন
টানিব হিসেব রেখা ?

আমি বিপ্লবী

প্রয়োজন হলে তাজা লাল খুনে রাঙাতে হবে দেশ।
তবে হিংস্রতা বিদ্বেষ ঘৃণা জিঘাংসায় উন্মত্ত
পাশবিক হয়ে নয়,
প্রেম ভালবাসা ন্যায় সত্যে উদ্বুদ্ধ, অন্যায় অবিচারে বিক্ষুব্ধ
হয়ে করজোরে সহাস্যে জ্যোতির্ময়।

পবিত্র শুদ্ধ দেবরক্তে প্রয়োজন হলে এ ধরা পূর্ণ হোক;
প্রতি রক্ত বিন্দুতে ফুটুক এক একটা পারিজাত,
মানব ভুলুক শোষণ যন্ত্রণা, দূর হোক জাতপাত।

জীবন যদি দিতেই হয়, রক্ত যদি করিতেই হয় দান
তবে জীবনটা তোমার পূজার্ঘ সম পবিত্রতর হোক,
তোমার ঐ স্বর্ণপরশে পৃথ্বী ভুলুক নারকীয় শোক।

কিন্তু, তুমি পাশবিক, তুমি হিংস্র শার্দুল, কেউটে,
তোমার বেঘোরে জীবনদানে পৃথ্বী ভরিবে রক্তস্রোতে,
বিষাক্ত করিবে আকাশে বাতাসে
শেয়ালী গৃধিনী সারমেয়গুলো আমন্ত্রণ পাবে
বিশ্রী উৎকট গন্ধে।

তাই পশুরক্ত নয়, দেবরক্ত চাই।
দেবরক্ত না হলে যে মিটিবে না ধরার তিয়াস
সুন্দর হবে না সৃষ্টি।
প্রতিদিন'ত কতো অসংখ্য পশুরক্তে বসুধা রঙিন,
তবুও কি তার তিয়াস মেটে, মুখ তার অমলিন।

আমি জড় আমি স্থবির

তোমরা আমাকে ভালবাসবে কি বাসবে না
প্রশংসা করবে কি নিন্দা করবে,
প্রগতিশীল বলবে কি প্রতিক্রিয়াশীল
সুস্থ প্রকৃতিস্থ কি অপ্রকৃতিস্থ উন্মত্ত—
মাথা ব্যথা নেই,
সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

হাওয়া বয় কখনো মৃদু কখনো উগ্র,
কখনো ভীষণ ; বারি বয় কখনো কুলুকুলু,
কখনো ধারালো, কখনো করাল বিধ্বংসী ;
সে কি কারও মুখ চেয়ে ?

সত্য ন্যায়ের সেবক আমি অসামাজিক;
একগুঁয়ে বর্বর আদিম।

তুমি ধনী রাজা, উচ্চ পদস্থ তাতে কি হয়েছে,
তুমি ভিখিরী-ভূ-লুন্ঠিত, নিঃস্ব তাতে কি হয়েছে।
থামছি মেরে তুলে নেব উর্বর তৈলাক্ত চোয়াল ;
ভয়ে লোভে বিস্ময়ে মাথা করব নত !
তার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয় !

●

আমি ঋণী

আমি ঋণী, ঋণে জর্জ্জর আমি।
এই নভের, এই সমীরের, সবুজ শ্যামলীমার,
নরের, অন্ধ পতিতের, প্রতি বালিকণার
কাছে ধারি আমি
ঋণে জর্জর আমি।

ঐ নীলিমা আমায় দিয়েছে মুক্তি,
সমীর দিয়েছে আমায় প্রাণ
সবুজ করেছে আমায় নাদুস নুদুস
স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবান ;

নর করেছে আমায় নর,
প্রথম প্রভাতে যদিও আমি অন্ত্যজ বর্বর।
অন্ধ পতিতের দুঃখকাহিনী কর্ণে
ফুঁকেছে বিধাতা মোর,
ওরাই আমি, আমিই ওরা
সুখে দুখে তুই তাদেরি হোস্।

এই যে প্রতি বালি কণা
চরণ তলে মাড়িয়ে গুড়িয়ে
চলন্ত আমি উন্মনা,
ওরা মোর ধাত্রী জননী
ওদের কাছে ঋণী আমি।

ওরা সবে মিলে রাত্রি নিশীথে
করে মোরে তাড়া
মনে তুলে ঋণের বোঝা
তাই'ত ব্যস্ত আমি উৎকণ্ঠিত সদা।

কী ভাবে করি ঋণ শোধ
জীবনেরে করি ভারহীন
নামাতে পারি গুরু সে ঋণ।
দিয়েছ শুধু ঋণীর বোঝা
দেখাও না'ত কোন পথ সোজা।

ঋণ জালে বদ্ধ কয়েদী আমি
শুধু মাথা ঠুকে মরি
গোলক ধাঁধায় ঘুরি
কী করে যে করি ঋণ শোধ
নিজেরে দিতে পারি প্রবোধ!

আমি উন্মত্ত অধীর

একটিবার, একটিবার ঐ বিজলীর মতো যদি
ঝলসে উঠিতে পারিতেম,
আকাশ বাতাস গাছপালা সম যদি
প্রতিটা মানব কোষে তুলিতে পারিতেম কম্পন ;
একটিবার একটিবার যদি বজ্র নির্ঘোষে
জড় নিষ্প্রান নাস্তিক মানব হৃদয়ে
তুলিতে পারিতেম স্পন্দন ;
একটিবার একটিবার যদি ভূ-কম্পন সম
নগর সৌধমালা কাঁপিয়ে
মানবের সভ্যতা গর্বে ধুলিসাৎ করে দিয়ে
ধরিত্রী বক্ষ শত মানব শোণিতে রঞ্জিত করিতে পারিতেম ;
যদি পারিতেম নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক আসুরিক
পাশবিক দাম্ভিক অহংকারী সভ্যতার
সমাধি পরে নাচিতে তাথৈ তাথৈ নাচ
তবেই যেন তৃপ্তি পেতেম, তৃপ্তি পেতেম !

যদি হতে পারিতেম বিক্ষুব্ধ আগ্নেয়গিরি সম
অগ্ন্যুৎগারী বিশ্বগ্রাসী রোষে প্রজ্জ্বলিত;
মানব হৃদয়ের যতো পাপ তাপ গ্লানি হিংসা দ্বেষ
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে করিতে পারিতেম ছাই ;
যদি একটিবার শুধু একটিবার বন্যা সম
প্রবলা দুর্দম উন্মত্ত গতিতে প্রবাহিত হয়ে
সর্ব অন্যায় অবিচার পাশবিকতা দুরীভূত করে
পেতে পারিতেম দেবসমাজ গড়িবার সফল প্রয়াস
তবেই তৃপ্তি পেতেম,
নির্বাপিত হতো অন্তরের জলন্ত অঙ্গার।

যদি একটিবার শুধু একটিবার ঝঞ্ঝাসম সংখ্যাহীন
ড্রাগনের গর্জনে মেকী ঘৃণেধরা আপাতমধুর সভ্যতার ভিত্তি-

উড়িয়ে নিতে পারিতেম ; যদি পারিতেম মোর অন্তরের
জ্বলন্ত অঙ্গার দিকে দিকে করিয়া প্রেরণ প্রতি মানব হৃদয়ে

জ্বালাতে সত্য ন্যায় প্রেমপ্রীতির স্বর্গীয় সুন্দর উজ্জ্বল জোছনালোকে
তবেই যেন তৃপ্তি পেতেম !

কিন্তু, আজি আমি বিজলী, বজ্র, ভূ-কম্পন,
আগ্নেয়গিরি ঝঞ্ঝা বন্যা কিছুই নহি ।
তাই, এক দারুণ ছাতিফাটা তৃষ্ণায় অস্থির উন্মত্ত অধীর !

●

আমার প্রিয়াহীন যৌবন

যদি আগুনের পিণ্ড হয়ে
উল্কার মত ছুটিতে পারিতেম
এধার হতে ওধারে—
যদি জ্বালাতে পারিতেম
যতো অন্যায় অবিচারে
হিংসা ঘৃণা বিদ্বেষেরে ,
মানব মনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে
যদি করিতে পারিতেম খাঁটি সোনা,
যদি তারা স্বচ্ছ নির্ম্মল মনে উর্ম্মিমালা সম
আলিঙ্গিত একে অপরে
আনন্দাশ্রু চোখে ;
যদি ওরা গৌর নিতাই সম
দিকে দিকে বহাত প্রেমের প্লাবন
তবেই তৃপ্ত হতো বুঝি
মোর প্রিয়াহীন যৌবন ।

মৃন্ময় এই দেহটাকে চিন্ময় করে
বৈদ্যুতিক ঘা সম যদি
জড়বাদী রুক্ষ সভ্যতার গায়ে
বারে বারে জাগাতে পারিতেম শিহরণ,
তার রুগ্ন অথর্ব দেহটা যদি করিতে
পারিতেম সুস্থ সবল কর্মক্ষম,
তবেই বুঝি ধন্য মানিতেম
প্রিয়াহীন যৌবন ।

কিংবা মন খানারে শক্ত হাতুরী করে
যদি হানিতে পারিতেম সজোর আঘাত,

যদি জড় সভ্যতার গায়ে তুলে ঝন্ঝন্ আওয়াজ
করিতে পারি স্বার্থপর পাশবিক সভ্যতার
স্বরূপটা সত্য সুন্দর মঙ্গলময়,
তবেই নরকের এক দুর্বিষহ ভার
হতে মুক্তি পেতো মোর প্রিয়াহীন মন.
তবেই বুঝি সে প্রিয়া সাথী হতো,
পূর্ণ হতো মোর জীবন যৌবন।

আমি মুক্তি চাই

হে শক্তি, হে মহাশক্তি, ভূ-অভ্যন্তরের বাষ্প রাশি সম
প্রচণ্ড তাণ্ডবে তুমি মোরে ভূ-কম্পের মতো
কম্পিত অস্থির উন্মত্ত করে রেখেছ !
মুক্তি দাও, মোরে মুক্তি দাও !
একবার, শুধু একটিবার ডিনামাইটের পাহাড়
ওল্টানোর শক্তিতে আমার এই রুক্ষ রুগ্ন
অবয়বে চৌচির করে বেরিয়ে এসো।

বেরিয়ে এসো, অন্ধ ধরার চক্ষুটাকে ধাঁধিয়ে দাও
বিজলীর মতো ; প্রলয়ের প্রচণ্ড গর্জনে জাগাও
পাপী অসুর দানবের অন্তরে সন্ত্রাস।
যতো মূঢ় আত্মম্ভরী নাস্তিকের দলে পত্র
পল্লবের মতো করো ঝঞ্ঝার নিঃশ্বাসে অতি অসহায়,
মহাসাগরের বিক্ষুব্ধ শিরে তৃণ খণ্ডের মতো।
বেরিয়ে এসো! ক্ষুধার্ত গরুড়ের মতো,
টিপে মারো, চিবিয়ে খাও যতো শয়তান অনুচরে।

হে শক্তি, হে মহাশক্তি ! সতীর দেহ খণ্ডের চেয়েও
কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দাও মোরে
এই বিভ্রান্ত অসুন্দর রাক্ষুসে ধরার অন্দরে কন্দরে;
যতো অসত্য অন্যায় ব্যভিচার অবিচারে
সৃষ্টি যজ্ঞে হোম করিবার তরে
হোক প্রতিটা দেহকণা মোর জ্বলন্ত সূর্য্যের এক এক কণা
হে শক্তি, হে মহাশক্তি ! বেরিয়ে এসো,
মুক্তি দাও, মোরে মুক্তি দাও !

●

আমার ব্যথা

জানি, আমি সৃষ্টি করেছি সাংকেতিক ভাষা
এবং এই সাংকেতিক ভাষা সৃষ্টিই
মানব-মস্তিষ্কে করে তুলেছে সৃষ্টির সেরা।
আমি না থাকিলে এবং আমার মতো শিল্পী
কবির সংকেত প্রতীক হারা হলে
মানব মস্তিষ্ক থাকতো শিম্পাঞ্জী গেরিলার স্তরে।
মানুষ হতো না বিশ্বের সম্রাট।

তাই, বিজ্ঞানী রাজনীতিজ্ঞদের ক্ষমতা
প্রতিপত্তির চোখ ঝলসানো প্রভা
জোনাকি আলো আমার তুচ্ছ দীপ্তির দান
আমিই তৈরী করেছি ওদের সৃষ্টি ক্ষমতা।

কিন্তু, ফুটপাথে রাস্তা ঘাটে সুশ্যামল
গ্রাম বাংলার পল্লীতে মাঠে নিরাভরণ
নিরন্ন কঙ্কালসার দেহগুলো দেখে
লুপ্ত হয় সৌন্দর্য্যবাসনা, হই আত্মধিকৃত।

আমি'ত পারিনে ওদের মুখে দুমুঠো
ভাত তুলে দিতে, দেহে তুলে দিতে সামান্য বসন।
ওরা কি শুধু কাঁদতেই এসেছে পৃথিবীতে,
ওরা কি শুধু অভিযোগ দেবে হৃদয়হীন
নিষ্ঠুর মানবতাহীন সভ্যতাকে !

আমি ওদের দেখে কাঁদতে পারি,
চোখের জল দিতেও পারি মুছে ;
কিন্তু, দিতে পারিনে'ত তাদের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার।
তাই, আত্মতৃপ্ত আমার আত্মতৃপ্তির সুযোগ নেই
তাই, প্রশান্ত আমার শান্তি নেই।
তাই, আমি অশান্ত অস্থির আগ্নেয়গিরির গর্ভে
বন্দী ধুম্র রাশি কিংবা ধরিত্রী বক্ষের
তাজা তরল বাষ্পাকার হৃৎপিণ্ডের মতো।

পথ খুঁজে পেলে মানব মুক্তির মুক্তিযোদ্ধা
সাজতে পারি।
কিন্তু, কী সে পথ ?
মানবতাহীন বিপ্লবের পথ ?

বেলবট্‌স, ড্রাগ, হিপি চুল সিগারেট
ব্র্যাণ্ডি হুইস্কির মতো বিপ্লবও'ত একটা ফ্যাসন
—বিপ্লব মানে একটা সস্তা উত্তেজনা,
বিপ্লব মানে শুধু বোমা বারুদের গন্ধ
কনকনে শীতে পাহাড়ীদের ঘরে যেন যজ্ঞকুণ্ড।
বিপ্লব মানে শিকারীর শিকারে আনন্দ,
ভিন্ন পথ ভিন্ন মতের লোকদের তাজা টাট্‌কা খুনের গন্ধ।

অন্যায় অসত্য অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, ক্ষমতালোভ ;
নেতৃত্ব আর তখ্‌তলোভী স্বার্থান্বেষী কুটদের
হাতে দাবার গুঁটি ছাপোষা সরল সুন্দর
মেষ-শাবক কিংবা হরিণ-শিশু কিশোর যুবকরা।
বিপ্‌লব মানে একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র,
বিশৃঙ্খলা, উত্তেজনা, হিংসা অসন্তোষের
ছাই চাপা আগুণে শত্রু দেশের উন্নতি চাপা দেওয়া
কিংবা পছন্দ মাফিক লেজুড় সরকার কায়েম—
দম দেওয়া পুতুলের মতো যা হাসবে নাচবে গাইবে নিস্প্রাণ।

●

আমি অনন্তমুখী

আমাকে থাকতে হবে ফুলের মত
আমাকে থাকতে হবে
সদ্যোজাত শিশুর চেয়েও শুদ্ধ
ভগবানের মতো বুদ্ধ।

আমাকে হতে হবে আকাশের মতো উদার,
সমুদ্রের মতো গভীর
আমাকে বরিতে হবে স্রতটা নদীর।

আমাকে হতে হবে শক্ত লোহা।
এতটুকু দুর্বলতা এতটুকু ফাঁক
এতটুকু স্পৃহা এতটুকু পাপ
মোর কাছে ঘৃণ্যতম অভিশাপ।

আমি যে দেখাতে এসেছি পথ
দুনিয়াটারে করিতে এসেছি সৎ,
আমি যে অন্যায় পাশবিকতারে
করিতে এসেছি বধ।

না, না, প্রবৃত্তির প্রলোভন,
কোমল কাতর মন,
দুর্বল ভালবাসা স্বষ্টির ইন্ধন
কোন কিছুরেই দেয়া যাবে না প্রশ্রয়,
সর্ব ক্ষুদ্রতা লুব্ধতা দুর্বলতা
করিতে হবে জয়।

আমাকে হতে হবে সত্য সুন্দর,
পবিত্র উজ্জ্বল ; মানবে যে দিতে হবে বর।

মূক তাদের মুখে ফুটাতে হবে স্বর,
বুকে জাগাতে হবে যে আশা ;
তাদের যে দেখাতে হবে পথ,

টানিতে হবে, টানাতে হবে যে
মহামানবের জয় রথ।

আমি যে এসেছি মনুষ্যত্বের জয় ঘোষিতে
এই পৃথিবীতে
আমি যে এসেছি অন্যায় অসুন্দরে
মুছিয়া দিতে,
শয়তান আর দানবের সাথে
বিদ্রোহ ঘোষিতে।

আমাকে তাই হতে হবে পবিত্র
ভগবানের মতো বুদ্ধ শুদ্ধ,
রাখিতে হবে মস্তকে সমুন্নত,
হৃদয়টারে রাখিতে হবে
ভগবদ্‌মুখী পদ্ম।

আমি বলির ছাগল

আমি গৈরিকধারী,
আমি বলির ছাগল,
সৃষ্টির পায়ে বলি হব বলে
অহরহ প্রস্তুতি।

আমি সত্য ন্যায়ের দাস,
সভ্যতা ধ্বজাধারী,
সব লোভ প্রলোভনে ছাড়ি
সৃষ্টি-বেদীমূলে উৎসর্গীত
উজ্জীবিত উদ্বোধিত
বাঘা আর ক্ষুদি।

আমি নিজেরে তিলে তিলে
ক্ষয়ে যাব
প্রতি অণু পরমাণু লাগাব সৃষ্টি কাজে
ও পাদপের মতো,—
যার শাখা প্রশাখা লতা পাতা
সৃষ্টির সেবক নিত্য।

আমি নিজেরে—
হোক সে এক মুহূর্তের তরে
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে
সভ্যতাম্বরে আলো ঝলমলে করে যাব ;

আমি বলির ছাগল
রক্ত দিয়ে করে যাব শোধ
বসুধামায়ের ঋণ

আমি হৃদয় তার ছিঁড়ে ছিঁড়ে
সুর তুলে যাব
বাজিয়ে যাব বিশ্ব হৃদয় বীণ।

খাঁচা ভাঙ্গা পাখী

খাঁচার পাখী খাঁচা ভেঙ্গে যাবেই যখন বনে
সত্যটাকে বরণ করেছি শুদ্ধ মুক্ত প্রাণে ,
একটি পাখী মুক্তি পাবে, পাবে আপন প্রাণে
জীর্ণ দেহের খাঁচা ভেঙ্গে গেছেন দিব্য ধামে।
দুঃখ কি এতে দুঃখ কি !
না হয় পাখী গাইবে না গান,
মিষ্টি সুরে ডাকবে না,
তাই বলে কি মোর কঠিন প্রাণ,
মুক্তি তার সইব না ?

আমি বন্য ক্যাকটাস

অনন্ত অসীম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তুমি
নীহারিকা, নক্ষত্র জগৎ, সৌরলোক
বিশ্বের জগতে জগতে জন্ম জন্মান্তরে
আমি তোমার দূত।

এই জন্মে এই পৃথিবীতে যে দায়িত্ব দিয়েছ আমাকে
যাতে তাই পারি মন প্রাণ দিয়ে সেধে যেতে
প্রার্থনা করি—চন্দ্র সূর্য্য নই, টিমটিমে মাটির প্রদীপ
যতটুকু আলো ততটুকুই দেব নিঃশেষে।

সেজন্য রবির মতো জগৎ আলো হবে না জানি,
নন্দন কাননে হরেক বাহারি ফুল
লোক চক্ষুর আড়ালে
কেন ফুটে থাকে জানি না—
শুধু তুমিই জান
সে তোমার রূপ।
আমি কি ও কেন জানি না,
শুধু তুমিই জান
বন্য ক্যাকটাস কার জন্য, কেন?

আমি অমৃত সন্ধানী পথিক

প্যাঁচালো কাপড় দিয়ে মোড়া লতিয়ে ওঠা.
দেহটার দিকে কাঁহাতক আর তাকানো যায় ;
সুরম্য অট্টালিকা, সুশোভিত সুভাসিত নন্দন কানন,
অযত্নে সৃষ্ট প্রকৃতি— আনন্দময়ীর ধ্যানস্তমিত সতীরূপও
অভ্যেসবশতঃ প্রাচীন স্বাভাবিক একঘেঁয়ে হয়ে যায়—
—দেখেও দেখিনা যেন।

এক একটা দিন যাবে।
নববধূর দেহে আঁকা খাজুরাহো কোণারক
আগন্তুক দর্শকের কৌতূহল—
হারিয়ে যাবে, প্রতিক্ষণে দেখা আকর্ষণহীন সাধারণ কিছু

এক ঘেঁয়ে বদ্ধজলার মতো গতিহীন যান্ত্রিক
সংসার জীবন অতিশয় অভিপ্রেত ভাবিতে পারিনা
সংসারের চার দেয়ালের মাঝে বিশ্ব সংসার
থেকে আড়ালে থেকেও ভাবিতে চাহি
আমি মহাকালের পথে অমৃতসন্ধানী পথিক।

জানি জিনিসটা দরকার

জানি জিনিসটা দরকার
দোষের কিছু নয়
বাড়াবাড়িটা হয়তো দোষনীয়
সীমাবদ্ধ ভাবে বরং দেহ মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

এ জন্যে তা পেতে চাইছিও
কী করে পেতে হয় জানিনা

বিশ্বাস হবে না হয়তো
যদি বলি
জিনিসটা ভোগ করব থাক
একটু নেড়ে চেড়ে
উন্মুক্ত করে দেখব
সুযোগ পেলাম না
সুযোগ করে নিতে হয় জানি
কিন্তু, কলা কৌশল অজ্ঞাত

শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি
জিনিসটা চোখের সামনে
অবিরাম ভেসে যায়
ভেসে যায়—
কোনটা ছায়াবৃত সুঠাম
কোনটা রৌদ্রস্নাত ঝলমলে
কোনটা হাস্যোচ্ছল চঞ্চল
কোনটা বসন্তের মতো
তাল লয়ে সুষম বিমূর্ত শিল্প সৌন্দর্য্য

দেহটা বুভুক্ষু হয়ে ওঠে কোমল পেলব
মাংস পিণ্ডের জন্য
বুভুক্ষু চিত্ত
সে মাংস পিণ্ডের মধ্যে

যে প্রাণের স্বর্গীয় বিকাশ
অমৃতের স্বাদ
তার জন্য

জানি জিনিষটা দরকার
খুবই দরকার

ইন্দ্রিয়ের সম্যক দমনে বরং ক্ষতি

জিনিষটা পেতে চাইছিও
দু'একবার হাতও বাড়িয়েছি
লাভ হয়নি কিছুই
হাস্যাস্পদ হয়েছি বরং

এখন নিশ্চেষ্ট হয়ে আছি
ও জিনিস আমার জন্যে নয়
ইন্দ্রিয় দমন বিধি-নির্দিষ্ট

একটু না নেড়ে চেড়ে
ছাতনা তলায় গিয়ে দাঁড়াব
আহাম্মক হতে পারছিনা

শুধু জানি জিনিসটা দরকার
দোষের কিছু নয়
জানিনা জানবও না হয়তো
জিনিসটা কেমন।

আমি একক দর্শক এবং শ্রোতা

প্রেক্ষা গৃহে বসে একা
একক অনন্য শ্রোতা এবং দর্শক

বেশ ভূষা ফ্যাসন স্টাইল
উচ্ছল ছন্দ বিতান উচ্ছলিত তরঙ্গ
দেহের সৌন্দর্য বাঁধন
চপল চটুল গভীর গম্ভীর অভিনয়
দেখি

মিলে মিশে হাসব গাইব
জীবনের রঙ্গ মঞ্চে জন্ম দেব
মিলনাত্মক বিয়োগাত্মক নাটক
জলপ্রপাতের মতো সরব
মূকাভিনেতার মতো মূক—
হয় না

তাল মেলাতে পারিনা
সব কিছুতেই বেখাপ্পা বেমানান

বিশ্ব জুড়ে প্রেক্ষাগৃহে আমি একা
উপভোগ করি
মানুষ প্রকৃতির অভিনয়
নৃত্যছন্দ গীত বিতান
আপন মনে

আমি একক অনন্য শ্রোতা এবং দর্শক।

আমি পোকার তৈরী

অদৃশ্য জীবনের সমষ্টি আমার
মাংস হাড় এবং চামড়া
প্রতিক্ষণ প্রতি পলে অসংখ্য জীবাণু মরছে
আমি প্রতিক্ষণ প্রতি পলে মরে যাচ্ছি—
আজকের আমি আসছে হপ্তায় থাকব না
আজকের সব জীবাণু তখন মরে যাবে

আবার নতুন জীবাণু, নতুন জীবন।

আমি হাত মুখ ধোই, রগড়ে মুছে নিই দেহটা
কত অসংখ্য জীবাণু বিসর্জন দেই শরীর থেকে !

চোখেও দেখিনা, কেউ দেখে না
অথচ, এটা গবেষণাগারে পরীক্ষিত সত্য।

অদৃশ্য একটা জীবাণুকেও আমি ছাড়তে চাইনা
সব কিছুকে নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই
পৃথিবীর সব জীবাণু সব কিছুও তাই

নইলে এমন সব বিষাক্ত ভয়ংকর যমদুত
পোকারা আছে আমার শরীরে।
ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে
পাঠাতে পারে যমালয়ে।
ওদের সহযোগীতায় আমি বরং সুস্থ সবল।

আমি যে ধূর্জটি

আমি হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শেখর দেশ,
ঝড় ঝঞ্ঝায়, তুষার পাতে রোদ্দুরে পরিবর্তনহীন
আমায় চিনিতে লাগে বাইনোকিউলার দুরবীন।

তোমরা চিনিবে কি করে মোর আত্মাকে
সকল রসের ধারা যিনি চিনেছে সে তাঁরে।
সেই ধারাতে চিত্তযোগে রস টেনে নিই আমি
ফল্গুধারা নিভৃতে আসে চিত্তে মোর নামি।

আমি চির সতেজ, চির উদ্দীপ্ত ;
স্মিত হাস্যে দেখাই ভ্রুকুটি
মৃত্যুকে, হতাশাকে, গ্লানি আর বঞ্চনাকে
আমি যে ধূর্জটি।

তোমাদের রস রস'ত নয়, মায়া এবং মোহ,
আত্মাকে ছেড়ে বরণ করেছ চার্বাকীয় দেহ।

নারী এলো না জীবনে আমার

নারী এলো না জীবনে আমার
তাই কি যাবে বিফলে জীবন ?
মানুষ তরুলতা বিটপি পশুপাখী
সবাইকে দিয়েছে আকাশ আচ্ছাদন
—অনন্ত আকাশের ভালবাসা মুক্তি
আমায় টেনে নেয় যেন অক্টোপাশের বন্ধন,
সাজে কি আমার বিফলতার ক্রন্দন।

মানুষ প্রকৃতি বিশ্বের প্রতি ভালবাসাই
হোক আমার জীবন,
নীল ঘন কৃষ্ণের অনন্ত প্রকাশ অতল মনন
মাঝে মিশে যাক না সত্তা, আমার জীবন
হোক অনন্ত পথ যাত্রী , অদৃশ্য বংশীবাদন
টেনে নিয়ে যাক, টেনে নিয়ে যাক আমার মন ;
অসংখ্য ভুবন প্রেমের মালা গেঁথে গেঁথে
তোমার গলায় পরাব, কী অপূর্ব শোভন !

●

আমার ভবিষ্যৎ

আমার ভবিষ্যৎ
একটা অতলস্পর্শী গভীরগুহা
এক টুকরো জমি নেই
ছোট খাট আবাসস্থলের নকশা নেই
ফুটে নেই'ক কোন গোলাপ—
গোলাপ গোলাপ চেহারা
হাসিতে যার স্বর্গ-পরশ সব সময়,
কিংবা গোলাপ-গর্ভজাত কোন ভ্রূণ।

ভবিষ্যতের গহ্বরে শুধু জমাট অন্ধকার
টিম্‌টিমে মাটির প্রদীপ পর্যন্ত
জ্বলে না,
তবে অজানা শঙ্কা সন্ত্রাস ওঁৎ
পেতে নেই।

এগিয়ে চলি
চোখে মুখে খামচি-মারা অন্ধকার
সরে যায় সরে যায়
স্বর্গীয় আলোর পরশে
শুনি নির্ভীক উদাস 'চরৈবেতির'র ডাক ;
বর্তমান যেন সিনেমার পর্দা
সবাক প্রাণোচ্ছল, রঙে রসে বাঁচার তাগিদে আনন্দমুখর।

আমার ভবিষ্যৎ
রঙ্গমঞ্চের কালো যবনিকা

প্রলুব্ধ করে না সুন্দরী রমণী
হিমালয় মেরু গ্রহ উপগ্রহের মতো
এক তিলও আকর্ষণ নেই তার

অন্তরঙ্গ সুহৃদের মতো বাড়ায় না সে হাত
তাইতো আমার বাঁচার আনন্দ, জীবনে ভূমার স্বাদ

আমার বর্তমান
সন্ত্যোৎক্ষিপ্ত ভয়েজার স্যাটার্ণের মত দৃপ্ত তেজস্বী
পার্শিং ক্রুইজের মতো ভবিষ্যতের জন্য সদা সতর্ক।

★

নর খাদক ১৯৭০

দৈনিক যাত্রীতে গম্‌গমে প্ল্যাট্‌ফরম
অসংখ্য চোখের সামনে গগনবিদারী আর্তচীৎকার
'বাঁচাও'—'বাঁচাও' !

বলির ছাগলের মতো অসহায়
টেনে হিঁচড়ে বধ্যভূমিতে—
প্রাচীন বটবৃক্ষ ছায়াচ্ছন্নভূমি,
সে হলো জবাই ।

ফিন্‌কি দেয়া রক্ত উঠে গেল আকাশে
খুনীরা রক্তস্নান সারে পরমোল্লাসে,
নিরীহ মেষ শাবক হিংস্র শার্দুল দম্পতির হাতে
হত সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাতে
শাশ্বত বন্য রাজত্বে ।

বাস ভর্তি অসীম সাহসী যাত্রীদের মাঝে
দু'এক যুবক ওঠে ছিদ্র কেটে, খুন করে,
সহযাত্রী ধব্‌ধবে
ভদ্রলোকদের পোষাক রঞ্জিত হয় লাল খুনে—
হোলি খেলা, বসন্তোৎসবের মেজাজ চড়িয়ে
উদ্ধত ছোড়া কিংবা পিস্তল উঁচিয়ে
জনতায় মিশে যায় খুনীরা ।

শিক্ষক ছাত্রদের সামনে
ছাত্রকে টেনে বের করে নিয়ে যায় মাংসাসীরা,
চোখের নিমেষে কচি কিশোরের ফুটফুটে চেহারা
সুন্দর সুঠাম দেহ হয়ে পড়ে
ছিন্ন-মূল বিশুষ্ক লতিকা ।

কসাই খানায় বন্দী পাঁঠার দল যেন
এ সব খুনের দর্শকরা,
জবাই হবে নিরীহ অসহায় মূক ওরা—
মাংস বিক্রি হবে নর মাংস, মানুষ হবে নরমাংসাসী।

●

আমার পিতৃবিয়োগ

আমি বাঁচি নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়
তোমার হাতে সব সঁপেছি তাই।

আনন্দ শোক, দুঃখ আশা
বুদ্ধি জ্ঞান সব ভরসা
তোমার পায়েই সব সঁপেছি।

কিছুই যেন নিজের বলতে রইলো না
আমার যে যা আছে তাই হারিয়ে সান্ত্বনা।

বাবা মরেছেন—তিনিই বাবা তিনিই মা
সব সঁপেছি তোমার পায়ে শোকের জ্বালা যন্ত্রণা।

আমিও যাব তাঁরই মতো এ পৃথিবীর দেহ ছেড়ে
ভ্রমিব ঘুরিব ভুবন জুড়ে তোমার দুটো হাত ধরে।
শ্মশানে দাঁড়িয়েও আমি হেসেছি
তোমার পায়েই সব সঁপেছি!

●

তিনটে হাত হলেই ভাল হতো

এইটে প্রগতিশীল যুগ।
আমিও প্রগতিশীল হতে চাই।
যে যাই বলুক, যে যাই করুক,
এক হাত চাপা দেব চোখে
আর এক হাত দেব কানে।

তিনটে হাত হলেই ভালো হতো
দুটো কান দুটো চোখ চাপা যেতো সহজে।
তিনটে হাত যখন হবার নয়
যা করেই হোক চোখ কান বন্ধ করি
পারি'ত চোখ কান সব উপড়ে ফেলি,
আমি যে যান্ত্রিক যুগের প্রগতিশীল যন্ত্র—
যন্ত্রের অনুভূতি নেই, হৃদয় নেই!

যান্ত্রিক যুগের দাবি
সব সয়ে যাও—হৃদয়বিদারী বীভৎস পাশবিক,
সব সয়ে যাও, সব সয়ে যাও
হও যান্ত্রিক।
সইতে সইতে দেখবে ভেতরটা ক্ষত হয়ে গেছে
পঁচে গলে গেছে
বুকটা ঠেঁসে গেছে
হৃৎপিণ্ড থেকে ফোঁটা ফোঁটা চুয়ানো রক্তে,
পঁচা রক্তের দুর্গন্ধ!

তবুও সয়ে যেতে হবে, সব সয়ে যেতে হবে।

যন্ত্রণায় কাতড়াতে কাতড়াতে
বহু বিনিদ্র দিবা নিশা কেটে যাবে,
দেখবে তুমি হয়ে গেছ যন্ত্র
স্পুটনিক যুগের অতি প্রগতিশীল মানব।

আমার স্বীকৃতি

পেলাম কি না পেলাম
ভেবে লাভ নেই,
হলাম কি না হলাম
ভেবে কী লাভ ?

ওরা যারা পাচ্ছে, ওরা যারা হচ্ছে
তাতেই বরং আনন্দ আমার—
কী হতে এসেছি ছুনিয়াতে জানিনা,
জানি শুধু কিছু করে যেতে হবে—
কি করব জানি না
শুধু চেষ্টা করে যাব
কথায় কর্মে কাজে কিছু করে যেতে
বিধাতার পায়ের ধূলো ঝেড়ে দিতে দিতেই
জীবনটা সাঙ্গ হোক।

কেউ জানতেই পারবে না হয়তো
আমি কি কে ও কেমন ছিলাম,
এর দরকার আছে কি কিছু ?

ওদের জানাটা প্রশংসাটা
আমার আত্মাকে ছুঁতে পারবে কি
আমার অহমিকাকে ছুঁতে পারতো অবশ্য,
কিন্তু, ও বস্তুটা যে আমার নেই।
স্বীকৃতির অভাবে আত্মহত্যা করব ?
পাগল নাকি, কে কাকে স্বীকৃতি দেয়
আমার উপলব্ধিই যে আমার স্বীকৃতি।

★

আমি মুক্তি চাইনা

মুক্তি, মুক্তি মুক্তি !
মুক্তির তরে যতো বুজরুকি।

মুক্তি শুধু কাপুরুষের ধন
পাপীরা যতো তারে নিয়ে মগন,
যতো সব স্বপ্নচারীর দল
মরমে ভাবিয়া জীবনে বিফল
মুক্তি সাধিছে অহরহ।

ভক্তি উৎস, ভগবদ্‌ভক্তি যত
প্রভাতের শিশির-কণা মতো
যায় উবে চোখের নিমেষে
কর্ণে ফুঁকিলে মুক্তি মন্ত্র।

মুক্তিরে আমি চরম ভয় করি,
বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি
যেন জন্ম জন্মান্তরে কায়া ধরি
এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে পারি।

শুধু চাই যত দুঃখ তাপ
ব্যথা যন্ত্রণা অভাব
মানবাত্মার হাহাকার
বঞ্চিত পীড়িতের আর্তনাদ
সৃজে যে তিক্ত স্বাদ
নিতে তার আস্বাদ।

এই স্বাদ তিক্ত হলেও বড়ো মিস্ট
আমায় করে তেজিয়ান তুষ্ট
সব লাভ লোভ মোহ পাপ মুক্ত হয়ে
ছুটিতে মুক্ত বিহগের মতো।

আমি মুক্ত, আমি দুর্দান্ত
ছুটিতে চাহি অশান্ত
যুগ যুগ ধরে ধরার বক্ষোপরে,
বিধাতার সাথে হাতে হাতে
সহায় হইতে চাহি সৃষ্টি কাজে।

তাই, মুক্তি মোর কাছে হেয়
তার রহস্যও অজ্ঞেয়,
তার তরে ঘামাই না বেশী মাথা—
প্রার্থনা করি সৃষ্টি যজ্ঞে যেন বিধাতা
ঘোরান মোরে কলুর বলদের মতো।

বিধাতঃ, তুমি পাপবিদ্ধ মোহবদ্ধ মোরে
স্থান দিও পাপিষ্ঠের দলে,
আমি যে চাই সাধনালব্ধ ফলে
যোগ দিতে কিছু মানবের উপকারে
জন্ম জন্মান্তরে।

আমি সন্ন্যেসী, সাধক
সংসার ত্যজিবার তরে নয়,
আমি সাধনা করি সংগ্রাম করি
যাতে সংসার মোর সার্থক হয়
সুন্দরতর হয়।
সুন্দরতর হয়!

আমি শুধু ইহলোকের

আমি পরলোক তরে করিনে ভাবনা
জানিনে বুঝিনে ঠিক পরলোক আছে কিনা,
জানিতেও চাহি না।

নিজে যদি ঠিক থাকি
ইহলোকে মনুষ্যত্বের মান রাখি,
যদি দিবারাত্র সংগ্রাম করি পশুত্বের সাথে
রাখি দূরে শয়তানেরে
তবে ভয় কি ?

ভয় কি
যদি নিজেরে নিজে করি সম্মান
যদি কভু নাইবা করি বিধাতারে অপমান,
সবারে যদি ভালবাসি ইহলোকে
তবে পরলোকে তরে
ভাবনা কি ?

ভয় কি
আমি নির্ভীক,
ইহলোকেও করিনে কিছু পরোয়া
কারও কাছে নত করিনে শিরে
লোভ প্রলোভন থাকে না মোরে ঘিরে।

পরলোক তরে
ইহলোকে অলিক ভেবে উড়িনে আমি হাওয়ার পরে
সংসার ছেড়ে গড়িনে আবাস বিপিন কান্তারে।

পরলোকের ভয়ে
আমি দান ধ্যান পূজা আস্তায় আস্থা রাখিনে,
দান ধ্যান পূজো যাই করি
করি শুধু বিবেকের অনুশাসনে।

মুক্তি তরে তীর্থে তীর্থে দিইনে ধন্না
মন্দিরে মন্দিরে কোন দিন পূজাও দিই না,
মুক্তি লোভে শুধু স্বার্থপরতা আর কাঙালপনা

আমি চাইনে সন্ন্যাস, হতে সংসার বিরাগী
শুধু চাই পঞ্চেন্দ্রিয়ে সংযম ডোরে বাঁধি
কল্যাণের পথে শ্রেয়ের পথে চলিতে
মনুষ্যত্বে পূর্ণ প্রকাশ দিতে।

কোন দেব দ্বিজে ভক্তি করিনে
শুধু স্বর্গের আশ্বাসে
ভগবানে করিনে ভজন
শুধু মুক্তির উল্লাসে।

রাখিতে চাই শুধু মনুষ্যত্বের সম্মান।
যদি নিজেরে নাইবা কভু করি অপমান
যদি লোভ প্রলোভনে বিবেকে নাইবা
দেই বিসর্জন
তবে ভয় কি আমার ভাবনা কি ?

আমি পরলোক তরে করিনে ভাবনা
জানিনা জানিতেও চাহিনা
পরলোক আছে কিনা।

মহাকাশের ডাক শুনি

মহাকাশ মোদের তরে ডেকে ডেকে হইছে সারা
কি আনন্দ, কী-আনন্দ, ডাকছে গ্রহ, ডাকছে তারা।
মহাকাশের প্রেমের ডাকে মানুষ মাঝেও জাগছে সাড়া,
কী আনন্দ, কী আনন্দ তুস্থা ধরার ভাঙ্গছে কারা।
একদা সব দেশ'ত ছিল এক একটা পৃথ্বী তারই
কেউ যে তারা জানত না'ত ছয় মহাদেশ পৃথ্বী জুড়ি।

ক্রমে ক্রমে তারা হলো ভূ-ভারত, ভূ-মণ্ডল
তেমনি করে পৃথ্বী হবে পৃথ্বী-চাঁদ-শু-মঙ্গল।

ক্রমে ক্রমে সৌর জগৎ হবে পুনঃ মহাকাশ
মহাকাশে মহাকাশে বিশ্ব হবে স্ব-প্রকাশ।

মহাকাশে মহাকাশে মানব পাবে নতুন দেশ
সৌব জগৎ তারার দেশে দেখবে স্বীয় নতুন বেশ।
মহাকাশের রহস্য সব রইবে না'ক অপ্রকাশ,
নির্জন দ্বীপ সজন হবে, বিশ্ববিধুর মহোচ্ছ্বাস!
ঘোমটাটা তার যাবে খুলে স্বর্গ সুখে হাসবে সে।
মানব মোরা তাঁরেই দেখে বুঝবে স্বীয় স্ব-রূপে।

●

মহাকাশকে বলছি

ওগো কোটি গ্রহের বাসিন্দারা
বড্ড ক্লান্ত আমি, দুঃখ শোক ভরা,
আমি পারছি না'ত সইতে আর
মানবের শয়তানী-অভিসার।

আজি অন্তরে মোর প্রজ্জ্বলিত আগুন,
দিবা রাত্র ওরা করছে মোরে খুন,
আজ অন্তরে মোর বাজছে না'ক বীণ
প্রাণ-প্রবাহ আজকে মোর ক্ষীণতর ক্ষীণ।

কোটি গ্রহ তোমরা কেমন আছ ?
তোমরাও কি আমাদেরই মতো
এমনতর স্বার্থপর মূঢ়, শয়তানে পূজ ?
তোমরা যদি হয়ে থাক বুদ্ধ উন্নত,
তবে কোলে মোরে স্থান দাও
তপ্ত প্রাণে ভরসা জাগাও।
একটু অমৃত-কণা ভিখিরী আমি
সৌন্দর্যে পূজি ভূমা মোর স্বামী
এই ধরার সন্তান পারে না মেটাতে মম তৃষা,
আমি চাহি কুহুতান, ওরা দানে হ্রেষা।
আমি চাই অমৃত, কিন্তু ওরা দানে বিষ,
হৃদয়েতে তোমরা কিগো তুলবে ভাই শিষ্ !

ইচ্ছে করে মৌনী থাকি

ক্ষণে ভাবি আমার যতো আনন্দ বেদনা,
হর্ষ বিষাদ, গর্ব বিনয়, অহংকার নম্রতা ;
যতো সৌন্দর্য বীভৎস মহত্ত্ব দীনতা
মহানুভবতা হীনতা আমারই থাক—
একান্তই আমারই।

লোকে প্রশংসা করুক, ভুল বুঝুক,
স্তুতি কিংবা নিন্দা যাই করুক
তাতে আমার কি।
তাই ভাবি কাঞ্চনজঙ্ঘা অ্যান্টার্কটিকা
করে রাখি নিজেকে।
দরকার নেই নিজেকে জাহির করে,
দরকার নেই আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে।

কিন্তু . ...
আমি যদি প্রকাশ না করি নিজেকে
তাহলে যে কেউ চিনবে না, জানবে না
সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে—
সৌন্দর্য্য আর আনন্দ থাকবে না পৃথিবীতে।

আমি বুদ্ধিজীবী ভাবুক—
যদি প্রকাশ না করি নিজেকে,
যদি মৌনী বাবা সাধু সেজে থাকি, তবে যে
মানব সভ্যতা হয়ে থাকে বদ্ধ জলা—
স্রোতহীন গতিহীন দুর্গন্ধভরা।
তাই, আমাকে পাখীর মতো গাইতে হয়,
স্নিগ্ধ স্রোতস্বতীর মতো প্রবাহিত হতে হয়,
এবং
হিংস্র শার্দুলের মতো পিলে চমকানো ডাকতে হয়।

●

আমি'ত সব সঁপেছি

আমি তো তোমাতেই সঁপেছি আপনারে,
দোষ কার যদি না লাগাই কাজে নিজেরে।
তবুও'ত আমি যাচ্ছি জলে,
আমাতে কিছু হয় না বলে,
এমনি করে অবহেলে রইব আমি চিরকালে!

অন্তর মোর সইছে না'ত
তোমায় আর বলব কতো;
ওগো, নাওনা মোরে ওদের দলে—
যাঁরা তোমার ধ্বজা তুলে
আপনাহীন স্বার্থ ভুলে
শুধু তোমায় শিরে ধরে
তিলে তিলে রক্ত দিলে
নব্য সৃষ্টি গড়বে বলে!
আমি কি তুচ্ছ এতো
অনুকম্পা পাইনে তাত।
বড় সাধ হই তোমার সাধের
সৃষ্টি পূজার স্তবক দল—
ফল হলে'ত আরও ভাল
ক্ষুধার্তেরা পাবে বল।

রাখবে কেন বিশ্বাস

করিলে ভগবানে বিশ্বাস কী ক্ষতি তোমাদের
যুগে যুগে মানবশ্রেষ্ঠরা গেয়েছেন যাঁর গান,
যাঁর মাহাত্ম্য অবগাহন করে গড়েছেন সভ্যতা সোপান,
যাঁর নীরব স্বর শোনে আধুনিক বিজ্ঞান,—
প্রতি অণু পরমাণুতে যাঁর অধিষ্ঠান ;
যাঁর উপস্থিত বিনে জড়ও রহিত না জড়,
সে না থাকিলে অণু পরমাণুগুলোরে
নিরেট বাঁধনে কে আর বাঁধিত ?
সে না থাকিলে চন্দ্র সূর্য্য তারা কি মহাশূন্যে
এমনি করিয়া ঝুলিত !
সে এক মহাশক্তি, সে এক আকর্ষণ,
সে শক্তি আকর্ষণে সৃষ্টির শৃঙ্খলা শোভন।

যদি হতে পার অন্তরের জঞ্জাল সংস্কার গ্লানি
পাপ তাপ ধুয়ে মুছে শুদ্ধ মুক্ত প্রাণী
তবে দেখিবে দেখিবে তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতি
আপনারে ছড়িয়ে দেবে সারা বিশ্বব্যাপী—
তখন ভুলে যাবে 'আমি শুধু আমার'
ভাবিবে—'এ বিশ্ব আমার, আমি সবার সবার ,
তখন তুমি 'ক্ষুদে খোলস ছেড়ে, হবে মুক্ত,
আমি হারা তুমি পাবে সারা বিশ্ব।
তখন ক্ষুধার্ত গরুড়ের মতো প্রেমপিয়াসী তুমি
করিতে চাহিবে বিশ্বগ্রাস,
তখন তুমি হবে স্বর্গ, বিলোবে স্বর্গ সুবাস !

জানি, সাধারণ তোমরা পাখাহীন
সংসার ঝাপটাতে অতিশয় ক্ষীণ
জঞ্জালমুক্ত করিতে পার না আত্মায়
পার না আপনা নিবেদিতে বিশ্ব সেবায় ;
যাঁরা পেয়েছেন ভূমার স্বাদ, বিশ্বানুভূতি,

বলেছেন তাঁরা বার বার ঃ 'হে বিশ্বস্বামী,
তোমা হতে সব, তুমিই আকাশ বাতাস জীব জন্তু প্রাণী,
অনন্ত অচিন্ত্য এ বিশ্বের চালক তুমি।
তুমি সত্য, আমার চেয়েও সত্য,
তুমি না থাকিলে নেই'ত গোটা বিশ্ব!'

যুগে যুগে ঈশ্বর বরেণ্য এঁরা তোমাদের দিয়েছেন সত্য
কিন্তু তোমরা সংশয়ে, অবজ্ঞায় অহংকারে,
এই মহামানবদের কর অবহেলা লাঞ্ছিত ;
অন্তরে অন্তরে আজি তোমাদের শয়তান বিগ্রহ,
মহাভক্তিভরে নরশত্রু বিশ্বশত্রু শয়তানে পূজ !

মঙ্গলময় বিধাতা কী অপরাধে অপরাধী তোমাদের কাছে !
তোমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে আশ্রয় তরে
কী আকুতি, কী ব্যগ্রতা তাঁর !
যতই তিনি তোমাদেরে অতি আপন আত্মজ ভেবে
বক্ষে দিতে চান স্থান
নাস্তিকতার অহংকারে পেতে চাও পরিত্রান।
আশ্চর্য ! তিনি তোমাদের অজ্ঞতায় ধৃষ্টতায় পান না'ত অপমান,
শুধু তোমাদের দুর্গতি অধঃগতি ভেবে কাঁদিয়া হয়রান।

একবার তোমরা তাঁরে আলিঙ্গন করো,
তাঁরে কাণ্ডারী করে সংসার হাল ধরো
দেখিবে এই নিরেট জড় বিশ্ব হয়ে গেছে প্রাণবান—
কী সুন্দর, কী মধুর পরমানন্দে ভাসমান।

তোমাদের যুক্তিতে বলে—
বৃহতের ধ্যানে বৃহত্ত্ব আসে,
মহত্ত্বের ছোঁয়ায় 'মহনীয়' হাসে,
শক্তি-পরশে শক্তিই আসে ;
তাহলে বৃহত্ত্ব মহত্ত্ব শক্তি আধার যিনি
সেই তাঁরই আরাধনাতে কেন দ্বিধা, জড়তা সংকোচ ?

তাহলে তোমাদের শক্তি মহত্ত্ব বৃহত্ত্ব পরেই রোষ !
তাই কি শক্তিহীন বীর্যহীন আলোহীন তোমরা
আজি ছিন্নমূল শুষ্ক লতিকা সম প্রাণহীন ;
তাই কি আজি তোমরা ভারবাহী গাধা সম রিক্ত,
বন্য পশু সম হিংস্র, পদার্থ সম শুষ্ক ?
তাইতো দিকে দিকে এতো হাহাকার, এতো দ্বেষ,
এতো অভিযোগ, এতো রোষ, ক্ষোভ, বিদ্বেষ !

তোমার জয়

যবে শুনিলেম মহাবিশ্বের মহাকাশে
তিন জন মহাকাশচারী বাইবেল পাঠে
বড়দিনে বিশ্বপিতার চরণে রেখে
এলেন মানব হৃদয়াকুতি, ভয়ে বিস্ময়ে,
তখনি হলো হৃদয় উচ্ছ্বাসময়।

তখনি'ত হলো আমার জয়
তোমার জয়, মানবের জয়।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নেই

দেখা হলে সুজন বাবু বললেন ঃ
আর বিয়ে সাদি করবেন না ?
—আর হচ্ছে কই ?
—করলেই হয়, ইচ্ছে করলেই হয়,
—ইচ্ছে না'ত, উপরওয়ালার ইচ্ছে না হলে—
—আরে নিজের ইচ্ছেটাই'ত সব
—ইচ্ছে থাকলেও, ক্ষমতাটা কোথায় ?
—ওঃ, তাই বলুন, তাহলে, তাহলে'ত ·· ···
অপ্রস্তুত হয়ে কেটে পড়লেন।

বুঝলাম আমার শারীরিক অক্ষমতাটাই
ধরে নিয়েছেন তিনি
ইস্, ক্ষমতার কথাটা না বললেই পারতাম
সুজনবাবু কথাটা ফিসফাস করবেন কানে কানে
কী সাংঘাতিক দুর্নাম !

সুজনবাবু ব্রাহ্মণ, সরকারি চাকুরে পুরোত ঠাকুরও বটে,
কিন্তু, ব্রহ্মোপলব্ধি কই ?

ঈশ্বর, তুমি'ত আছো !

কে বলে তুমি নেই,
তুমি আছ, তুমি আছ,
এই আকাশে বাতাসে প্রকৃতির মাঝে
শক্তিরূপে ভাসছ।

আমি তোমায় দেখিনে,
কিন্তু, আমারে'ত আমি দেখি,
আমার মাঝেও শক্তি
হয়ে তুমি বসে আছ চুপ্‌টি।

অদৃশ্য আত্মা আর অতিপ্রিয় প্রাণটারে
দেখিনে'ত আমি, শুধু অনুভবি তারে ;
দেখিনে বলে আমার আমারে
হলেম কি আমি মেকী ?
চলিতে ফিরিতে কে ডেকে ফেরে
'আমি আছি', 'আমি আছি' !

'আমার' চেয়ে বড়ো সত্য বড়ো অস্তিত্ব
কিবা আছে মোর কাছে,
আমি সুন্দর পূত পবিত্র বলে
তব সুর আর প্রাণ ধুক্ ধুক্
হৃদে মোর এসে বাজে ;
যদিও ক্ষুদ্র কণা শতাংশ
মুহূর্তেরও কিয়দংশ
তবুও বাধ্য ভাবিতে
অনন্ত অসীম অবিনশ্বর আপনারে
তব অভয় বাণী সসীম হৃদয়ে ধরে।

●

আমিই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড

ঐ যে বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
চন্দ্র সূর্য্য আর গ্রহ নক্ষত্র,
হেথায় আমি কতো ক্ষুদ্র
একটি বালুকণার মতো।

নীল আকাশে ঐ যে দিবাকর
নয়টি গ্রহ তার সাথী
গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে সৌর পরিবার
সে যে বিরাট অতি।

বিজ্ঞানী বলেন লাখো কোটি সূর্য
শূন্যে বিরাজে পরিবার বর্গ নিয়া;
নীল আকাশ মিটি মিটি সাজে
তাদের দ্যুতিতে ভরিয়া।

আমাদের এই বিপুলা পৃথিবী
ধরে লোক কোটি কোটি
আমি যে হেথায় সতত বিরাজী
অতি ক্ষুদ্র একটি।
তুচ্ছ নই আমি কভু
যদিও ক্ষুদ্র কায়া, তবু
ধরিতে পারি মম অন্তরে
গোটা বিশ্ব
চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র।

এই ক্ষুদ্র হৃদয় মন্দিরে
চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র
সব এক হয়ে যায় মিশে ;
সেই 'একের' সাধনা করিয়া অখণ্ড
সেজেছি সেই 'একের ভক্ত,
বলি—আমি যে একের অংশ
আমিই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড।

হৃদয়বীণা বাজে

বিশ্ববীণার আকুল স্বরে
হৃদয় মোর আকুল ওরে,
ভূ-কম্পন সম কি এক আবেগে
অন্তর মোর কে আজি চষেরে,
তাইতে আমি উথাল উন্মাদ।

হৃদয় চাহেরে পাখা দুটো মেলে
প্রধাবিত হতে রকেট গতিতে
এই বিশ্বের আনাচে কানাচে
প্রতি কীট অণু পরমাণু সাথে
রক্তের যোগ, হৃদয় মেলাতে।

হৃদয় মোর মহামিলন রাগে
সাগর সম লক্ষ বাহু তোলে ;
যে বিশ্ববীণা বিশ্বে ঝঙ্কৃত করে
তারি সাথে তাল না রাখিতে পেরে
হৃদয় বীণা তার ছিঁড়ে ফেলে।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে তবু সে'ত বাজে
মিলন সাধে সাধনা সে সাধে।
বিশ্ব বীণা আর হৃদয় বীণা যবে
একাকার হয়ে এক হয়ে যাবে
তখনি'ত হৃদয় শান্ত হবে।

আমি তব যোগ্য তনয়

তোমার মহিমা আজি দিকে দিকে নিষ্প্রভ ;
দিকে দিকে তব অস্বীকৃতি অপমান,
তোমার নামে আজি মানব হাসে—
আজি জড়ের গর্ভে মানব সুপ্ত
হেসে কুটি কুটি শয়তান ।

সইতে পারিনে পিতঃ, অন্তরে ব্যথা
তোমারে লাঞ্ছনা দেয়, অপমান করে
তব প্রাণপ্রিয় সন্তান
তোমায় আজিকে কেউ নাহি ডরে,
তারা সবে মস্তান ।

উত্তপ্ত ফার্ণেসের মতো ওরা জ্বালাইছে এ ওরে,
নিদাঘ দুপুর সম প্রাণটা ওদের হাহাকার করে মরে ঃ
ওরা যে জলাতঙ্কের মতো—জীবনেরেও ভয় করে—
দেহে মদে হিংসাতে ভুলে থাকে জীবনেরে ।

তোমার এই অধঃপতন, তোমার এই অপমান
তোমার এই লাঞ্ছনা দেখে
কি করে স্থির থাকি বলো, মগ্ন হবো কোন মোহে ?
বিজলীর চেয়েও উজল ধাঁধানো বিশ্বব্যাপী হয়ে
মোরে ঝলসে উঠিতে দাও, সে অন্ধহারী আলোকে
দূর হয়ে যাক যতো দৈন্য হতাশা অবিশ্বাস
নাস্তিক তারা আস্তিক হোক, পাউক বাঁচার আশ্বাস

তবে তাই হোক

বালুকা বেলায় সৌধ তৈরী করতে দিয়েছ যদি
তবে তাই হোক। জীবন প্রভাতে যা করেছি
শুরু অকৃত্রিম আয়াসে অনলস অতন্দ্র হয়ে
প্রতিপলে, ঘর্মাক্ত কলেবরে, জীবন সায়াহ্নে তা রবে
শূন্য—ধূ ধূ বালুকাতটে শুধু বালিরাশি।

সব সাধনা সব শ্রম সব ধৈর্য ধুলোয় হারিয়ে যাবে,
মহাকাল বক্ষে রবে না কোন অক্ষয় পট ;
ভবিষ্যতের অতীত চারণে আমি রব বারিধিবক্ষে
মীন সম সত্তাহীন।

জীবন ভর জীবনপটে শুধু তুলিই বুলিয়ে যাব,
না ফুটুক না হয় কোন দৃশ্য ছায়া রঙ রূপে ছবি,

জীবনটা মম নবোঢ়া সম নাইবা
ধাঁধানো হলো কীর্তির পসরা সাজে,
রঙহীন তুলি দিয়ে শিল্পি সাজালে যদি,
বানালে যদি দাঁড়হীন মাঝি, পাঠালে যদি
মোরে ভাষাহীন কবি
তবে তাই হোক।
কোন ক্ষোভ, কোন ক্লান্তি হতাশা নিরাশা কিছু
প্ররোচনা দেবে না মোরে উদ্বোন্ধনে আত্মহত্যার।
কিংবা তোমার পরে অভিমান অভিযোগে
জীবন স্রোত মম হবে না তুষার।

জানি'ত আমি, রঙ্গময় ক্রীড়ামোদী তুমি
বেলা শেষে তুলে নেবে মোরে শীতল দু'বাহুতে
অমৃতময় বক্ষে।
স্থুলবাদী দৃশ্যমান জগতের তুচ্ছ ধূলিকণা
আমি জানি'ত তোমার হৃদয়-হরণ।

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—
আমি মরুভূমির এক তুচ্ছ বালুকণারও পরমাণু
পৃথিবীর জলবিন্দুর চেয়েও তুচ্ছ

তোমার ওপর আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাম
আছে তুমি মনে করতে হয়তো,
পরীক্ষার ছলে বারে বার করেছ ইচ্ছা হরণ
বার বার গান গেয়েছি তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক
তোমার জয় হোক
তোমার কাজে যে ভাবে ইচ্ছে লাগাও আমাকে ।

যে অস্তিত্বের অসীমতার কথা কল্পনাও
করতে পারে না আধুনিক বিজ্ঞান—
যতই দেখছে পরিধি তোমার যাচ্ছে বেড়ে
যেন দুঃশাসনের হাতে ধরা দ্রোপদীর বসন অঞ্চল ;
তোমার দয়া যে আমি পেয়েছি
তুমি যে আমার ইচ্ছা হরণ করেছ
রেখেছ আমাকে সদা সতর্ক প্রহরায়
এই করুণাটুকু কয় জনে পায়,
এই সৌভাগ্যটুকু কয় জনের হয় ।

আমি উদ্দেশ্যবিহীন লক্ষ্যহীন ইচ্ছাহারা
বিশ্ব জোড়া চরণে তোমার পূজিব
তোমার জয়গান গেয়ে যাব
বিশ্ব জোড়া বিশ্ব সভায় হবো তোমার সভাকবি ।

●

আমি ক্রীতদাস

আমাকে ক্রীতদাস পেয়েছ ?
কোন ইচ্ছে সাধ আহ্লাদ থাকতে নেই আমার ?
আমি ছুটে যেতে চাই প্রবল দুর্মদ ঝঞ্ঝা,
কিংবা ভয়াবহ বন্যার তাণ্ডব।

কিন্তু, তুমি চারিদিকে দিয়েছ বাঁধ
আমি আজ এক টুকরো স্বচ্ছ সরোবর।
আমি বাউল যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে আগ্রহী
মুক্তির গানে বিভোর—
কিন্তু, তুমি আমাকে করেছ খাঁচায় বন্দী,
মুক্তি তরে হাহাকার করি—হাহাকারাপ্লুত
রক্তাক্ত ! মুক্তি চাই, মুক্তি দাও !

তুমি স্বৈরাচারী।
আমার কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকতে নেই,
তোমার ইচ্ছাই যেন আমার ইচ্ছা,
তোমার জীবনই যেন আমার জীবন,
মাতৃক্রোড়ের অবুঝ ফুটফুটে সুকোমল শিশু !

আমি কী করি !
মাঝে মাঝে অসহায়ের কান্না কাঁদতে ইচ্ছে করে।
ইচ্ছে হয় একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চৌচির
হয়ে ফেটে পড়ি, ইচ্ছে করে … … …
কিন্তু, আমার সব ইচ্ছাই যে রঙিন ফানুস—
তোমার কৃপায় শুধুই হাওয়া।
আমি কী করি !

মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাসে আবেগে কান্না পায়
যে স্নিগ্ধ উষ্ণ ক্রোড়ে বিধৃত আমি
সেই ক্রোড়ধারী কায়াময় তাঁকে দেখব …।

তাঁর গ্রীবা দুটো হাতে বেঁধে সুধামাখা
হাস্যধারী গণ্ডে ঠোঁট লাগাতে পারব না কেন !
একটু চোখের দেখা দেখব না তাকে !
যে আমাকে রেখেছে সাগ্রহ অত্যুৎসাহী আলিঙ্গনে বেঁধে
সেই তাঁর দুটো চরণপদ্ম মাথায় রাখতে পারব না কেন !

★

শুনি তোমার বাঁশী

ওগো বংশীবাদক, বাজাও বাজাও তোমার বাঁশি,
ভুবনে ভুবনে ঝরাও হাসি।
তোমার বাঁশির টানে পৃথিবী ছোটে,
ছোটে চন্দ্র, সূর্য, নীহারিকা ছায়াপথ,
মহাকাশ মহাবিশ্ব কেবলই ছোটে
পায় যদি তব পদ।

কিন্তু, কাওকে তুমি দাওনা ধরা
বংশীবাদন মুগ্ধ চিতে আচম্বিতে
মিশে যাও ত্বরা ;
অসংখ্য কোটি ধরা যে তোমাতেই বাঁধা।
তব রাসলীলা চলে ভুবনে ভুবনে
আমি ভোগী তাই ভোগী আপন মনে।

আমার কথা ভাবছি না

আমি আমার জন্য ভাবছি না।
যা পাওয়ার তা'ত পেয়েই গেছি,
পার্থিব মায়া মমতা অর্থ যশ
কিছু না পেয়েও যে সব পেয়েছি।

আমি তোমার বুকে স্থান পেয়েছি,
আমি যে তোমার পায়ে সব সঁপেছি ;
তাই, অন্য কিছু না-পাওয়ার বেদনা
হয়তো অস্তিত্বটাকে চিমটি কাটে
কিন্তু, টলাতে পারে না।

কিন্তু, তোমার কথা ভাবতেই আত্মতৃপ্তি যায় উবে
তোমার জন্যে পারব না কি কিছুই করতে ?
জীবনটা এমনিই বৃথা যাবে ?
পৃথিবীর মানুষকে শোনাতে পারব না তোমার বারতা ?
সভ্যতার অঙ্গনে ঝাড়ুদার হয়ে
পারব না কি আবর্জনা কিছু করিতে পরিষ্কার ?
পৃথিবীর সংসারে সৃষ্টি ছাড়া বেমানন সেজেও
তোমার আলোকে ঝলসে দিতে পারছি না'ত পৃথিবীটাকে।
হুংকার ছেড়ে বিশ্বময় পারছি না'ত দিতে
তোমার বাণী ছড়িয়ে !
তাই'ত বাঁচার আনন্দ মুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না,
যদিও আমি আমার কথা ভাবছি না।

আমি উপাসক

মন্দির মসজিদ গীর্জার দরকার নেই।
তোমাকে কুর্নিশ জানাব, মাথা নত করব
চারদেয়ালের মাঝে নিজেকে আবদ্ধ করব ?

ঐ আকাশ বিশাল অনন্ত, তদুপরি মহাশূন্যটা ?
আমি যে ওখানে উঠে যাই
তোমার মতো বিরাট মহৎ শূন্যতায়
নিজেকে বিলিয়ে দিতে মাথা ঠেকাই তোমার পায়ে
যেন ঐ মহাকাশটাই তোমার পদ-পদ্ম
সে পদ্মে মুখ চুবিয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে !

তোমার মতো অনন্তকে আমার সামনে মাটিতে
টেনে নামিয়ে আনব—স্বস্তি পাইনা।
নিজের মুক্তিটাকে হারিয়ে ফেলি।

তাই, ঐ আকাশ মহাকাশটাই আমার সাধনাস্থল
আমার মুক্তির সোপানগুলো স্তরে স্তরে
সাজানো রয়েছে যে ওখানেই।

ঈশ্বর বেঁচে থাক !

'বেঁচে থাকো,'
কী স্পর্দ্ধা ! একটা বারিবিন্দু বারিধিকে বলে
'বেঁচে থাকো', ।
ঈশ্বর, তোমাকেই বলি 'বেঁচে থাকো',
কী স্পর্দ্ধা !
'বেঁচে থাক' বলি, জিব কাটি—
কী ভুল করেছি !
ভুলটা করি বার বার
তোমার মাথায় আলতো হাত রেখে
সস্নেহে বলি 'বেঁচে থাকো, সুখী হও' !
একটা বুদ্বুদ ক্ষণস্থায়ী
সমুদ্র অনন্ত অমর অক্ষয় ।
তবুও দুর্বিনীত স্পর্দ্ধিত বুদ্বুদ আমি
অনন্ত মহাসমুদ্রকে বলি
'বেঁচে থাকো, সুখী হও ।'

আত্মনিবেদন

আমি স্পর্দ্ধিত দুর্বিনীত হতে চাইনে।
আমি শান্ত শিষ্ট নিরীহ বৈষ্ণব হতে চাই।
পদ তলে পেতে চাই স্থান
নত দীন ভক্ত তোমাগত প্রাণ।

কিন্তু, একী পরিহাস!
কখন যে তোমার মাথায় রেখে হাত
আশীর্বাদ করি, 'সুখে থাকো, বেঁচে থাকো,'

তাহলে কি তুমি আমার দীনভক্ত
হতে চাও শিষ্য একান্ত অনুগত?
একী লীলা খেলা হে ভগবন্,
বিস্ময়াপ্লুত ঝরে দু'নয়ন!

●

লক্ষ্যভেদী অর্জুন

লজ্জাবতীর মতো চিরনিদ্রায় জুড়ে আসবে
চোখের পাতা যখন
পর পাড়ের খেয়ায় নববধূসম সলাজে
রোমাঞ্চিত কলেবরে পা দেবে যখন অব্যয়
আত্মা, তখন যেন তুমিময় হয়ে উঠতে পারি আমি
তোমার হৃদয়ে যেন মিলে মিশে একাকার
হয়ে যেতে পারি নদী আর সাগর জলের মতো।

তখন যেন না থাকে আমার মনে
কোন শোক তাপ, কোন মায়া মোহ
ক্লান্তি ভয় দুর্বলতা।
লক্ষ্যভেদী অর্জুনের মতো স্থির নিবিষ্ট জড়
হয়ে যেতে পারি যেন আমি!

আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে

প্রাথমিক স্তরে 'এলিয়ট' এবং 'ম্যালার্মে'
এবং তাঁর শিষ্য এজ্‌রা পাউণ্ডের প্রাধান্য—
কবিতা মানেই সূক্ষ্মানুভূতির সংযোজন।
সাধারণ লোক প্রেমে পড়ে, স্পিনোজা পড়ে—
কিন্তু জানে না দুটো অভিজ্ঞতা
একই সূত্রে গাঁথা ; অথবা টাইপরাইটারের শব্দ
এবং রান্না ঘর থেকে ভেসে আসা রসনাসিক্ত করা গন্ধ
এদের সঙ্গেও সম্পৃক্ত।
কিন্তু, কবিরা এই সব কিছু দিয়েই গড়েন কবিতা কাব্য ;
সব ধারা মিশে হয় একটা স্রোত—ইউনিফায়েড সেনসিবিলিটি
কবিতা মানে বুদ্ধিদৃপ্ত উপমাগুচ্ছের সহজ সাবলীল প্রয়োগ
—অবজেকটিভ করেল্যাটিভ,
ছন্দ, রীতি এবং ব্যাকরণসম্মত বিন্যাস নিবৃত্তি।

ডোনাল্ড ডেভি ও ফ্র্যাঙ্ক কারমোড পাঞ্জা লড়লেন
অবজেকটিভ করেল্যাটিভের সঙ্গে,
ব্যাকরণসম্মত বিন্যাস যেন বীজগণিতের সমীকরণ,
সঙ্গীতের সুর সমতান
—কাব্যিক গ্রথনের হাতিয়ার।
সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের
ভাষা প্রয়োগের প্রধান অস্ত্র ছিল
গ্রথিত ভাষার সমতান
কারণ, তারা কামনা করতেন
পাঠকের সান্নিধ্য।

কিন্তু, বিংশ শতাব্দীতে পা দিতে না দিতেই
দুর্ভেদ্য প্রাচীর খাড়া করলেন চতুর্দিকে—
গ্রন্থীহীন ভাষা আর দুর্বোধ্য উপমার মালা,
পাঠকেরা বুঝবে'ত বিশেষ পাঠ নিতে হবে।

আসলে বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক কবিরা,
সুর ছন্দ বিন্যাসহীন কবিরা, আগোছালো স্বভাবের কবিরা
শক্ত সবল স্নায়ুহীন, সচেতন বুদ্ধিদৃপ্ত মানসিকতায়
স্ব স্ব কাজকর্মে এবং আদর্শে চেতনায় আস্থাহীন।
উপমা সর্বস্ব এঁরা ভুলে গেলেন উপমার গাঁটের
চেয়েও বেশী অর্থবহ
ধারণাশক্তির সহজ সাবলীল ললিত প্রকাশ,
এবং উপমার চেয়েও বেশী কার্যকর বস্তুনিরপেক্ষ প্রকাশ ভঙ্গি।
ড্যাভি বললেন: বক্তা এবং শ্রোতা,
লেখক এবং পাঠকের মধ্যে চাই কৃত্রিম ব্যবধান হ্রাস,
কবিতায় হোক সাবলীল প্রকাশভঙ্গি, উষ্ণ হৃদয়ের ছোঁয়া—
পাঠকের ভাষাতেই লেখা হোক কবিতা।
অতীতের ছন্দরীতি ব্যাকরণসম্মত বিন্যাস
নিজের কথা পাঠকের বোধগম্য করে তোলার জন্যই,
পাঠকের সঙ্গে হৃদ্যতা জমাবার সোপান।

ফ্রাঙ্ক কারমোড বললেন— সার্থক কবিতা মাত্রই
কতকগুলো উপমাগুচ্ছের অনুরণন মাত্র নয়,
সুর ছন্দ লয় তান সমৃদ্ধ কবিতাই সার্থক—
মহৎ কবিতা লেখা হয় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ভাষায়।
কিন্তু, এখনকার কবিতা যেন স্নানাগারে সুরহীন সঙ্গীত।
প্রতীক সর্বস্ব পদ্য রচয়িতারা বলেছিলেন—
বিষয়বস্তু দাসত্ব করবে না রীতির এবং ছন্দের।
তরতরিয়ে চলবে আপন মনে যেন স্রোতস্বতীর উদ্দাম ধারা।
ছান্দিক ছাঁচ চলবে বিষয় বস্তু মনের ভাব ব্যঞ্জনার তাগিদে,
তা হবে অনির্দিষ্ট এবং পরিকল্পনাহীন।

কিন্তু, প্রচলিত রীতির বেড়া ডিঙ্গিয়ে যেতে চাই প্রতিভা
সাধারণ সখের কবিদের হাতে যা হবে ছেলে খেলা।
টি-এস-এলিয়টের মুক্ত ছন্দ দুরন্ত বাঁধাহীন হয়েও
ঐতিহ্য শৃঙ্খলে বাঁধা। তাঁর কবিতায় রয়েছে
অন্তঃ সলিলার মতো দু'অক্ষরের ছন্দ—

পাঠকের অন্তরে জাগবেই একটা ছন্দোময় অনুভূতি।
'ফোর কোয়ার্টেটস' মনে করিয়ে দেয়
এই কথাটাই—কবির ভাব ভাবনা ব্যঞ্জনা
প্রথা বিরোধী মুক্ত স্বাধীন ছন্দাশ্রিত হয়েও
একটা নতুন শৃঙ্খলা এবং ছন্দে বাঁধা।
স্বাধীনতা পেয়েই সৃষ্টি ক্ষমতাহীন সাধারণ
মধ্যবিত্তের হাতে পদ্যের নামে গদ্যের পশরা তাই আজ,
কবিদের হাতে স্বাধীনতার অপব্যবহার।
যুদ্ধোত্তর যুগের সচেতন কবিরা তাই
ঐতিহ্যপন্থী, ছন্দোময় পদ্য রচনায় নিবিষ্টচিত্ত,
মুক্ত ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা পছন্দ হলেও ঐতিহ্য ঘেঁষা।

তাঁদের কাব্যে উপমা এবং প্রতীকের ছড়াছড়ি
তবুও তাঁরা যা বলেন সোজাসুজি হৃদয়গ্রাহী অর্থবহ,
তাঁরা চান না উলু বনে মুক্তো ছড়াতে।
তাঁদের কবিতা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায়,
'রোমান্টিকস'দের মতো পাঠক-হৃদয়ে হৃদয়ের সাড়া জাগায়।

উনিশ'শ পঞ্চাশের উত্তরা পৃথিবী আরও
বেশী জটিল, আরও বেশী শঙ্কাতুর, আরও বেশী হিংস্র,
নিরাশা হতাশায় আকণ্ঠ-মগ্ন, পারমাণবিক-যুদ্ধ-আতঙ্কগ্রস্থ!
তবুও 'থম্ গান', 'ফিলিপ লারকিন' এবং 'আর এস থমাস'
প্রমুখ কবিরা মৃত্যুঞ্জয়ী, আশাবাদী জীবন-প্রেমিক।
এই উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে মানব সমাজে
শৃংখলা ছন্দ লয় প্রতিষ্ঠার সাধনায় আকণ্ঠ মগ্ন।
আমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এঁদের উত্তরসূরী,
ছন্দে ছন্দে রচিতে চাই জীবনের জয়গান,
পৃথিবীতে আনিতে চাই অমর্ত্য লোকের অমর বারতা :

কে বলে যুগটা জটিল,
কে বলে যুগটা যান্ত্রিক?
কে বলে যুগটা ভোগের,
নয়'ক ত্যাগের?

কে বলে যুগটা হানাহানি
ঠাণ্ডা যুদ্ধের ?
কে বলে যুগটা রেষারেষির
কে বলে যুগটা শুধু যুক্তির বিজ্ঞানের ?
কে বলে যুগটা নগ্ন যৌনতা কামের ?
আমি সহজ অসন্দিগ্ধ অনাড়ম্বর জীবনের
আমি মাংসাসী ভোগসর্বস্ব নই, আমি যে প্রাণের ।
আমি যে বলিষ্ঠতার, আমি যে ন্যায়ের,
আমি যে ভালবাসার, আমি যে প্রেমের ।
আমি যুক্তি বুদ্ধি বিজ্ঞানের
আমি কল্পনার, আমি কবিতার, আমি গানের ।

আমি শুধু কলির নই
আমি সত্যের, আমি ত্রেতার, আমি দ্বাপরের ।
যুগে যুগে যেমনি ছিলাম ঠিক তেমনিই আছি
আমি পরিবর্তনহীন চিরন্তন, মহাকালের মাঝি ।
কালের চাকা ঘোরাব আমি ঘোরাবই
সত্যের আগমন গীতি গাইব আমি গাইবই !